পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে

গীবত

ভয়াবহ পরিণতি ও পরিত্রাণের উপায়

মুহাম্মাদ আবদুল হাই বিন শামসুল হক

পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে

গীবত

ভয়াবহ পরিণতি ও পরিত্রাণের উপায়

মুহাম্মাদ আবদুল হাই বিন শামসুল হক
এম. এম. ঢাকা; অনার্স (হাদীস), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সাউদী আরব

সম্পাদনা
শায়খ আজমাল হুসাইন বিন আবদুন নূর
শায়খ মুহাম্মাদ মুকাম্মাল হক ফায়যী

গীবত
মুহাম্মাদ আবদুল হাই বিন শামসুল হক

প্রকাশক :
মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ
হক লাইব্রেরী, তানোর, রাজশাহী

প্রকাশকাল :
নভেম্বর ২০১০ খ্রীষ্টাব্দ
যুলহিজ্জা ১৪৩১ হিজরী
অগ্রহায়ণ ১৪১৭ বঙ্গাব্দ

কম্পোজ : আবু সাফওয়ান, তানোর, রাজশাহী।

প্রচ্ছদ ডিজাইন : কালার গ্রাফিক্স, গোরহাঙ্গা, রাজশাহী।

মুদ্রণ : সোনালী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং লিঃ, সপুরা, রাজশাহী।

নির্ধারতি মূল্য : ৩০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র।

GIBAT BY MUHAMMAD ABDUL HYE
(M.M. DHAKA, HONOURS (HADITH), ISLAMIC UNIVERSITY, MADINA MUNAWARA. K.S. A)
VILL: DHANTOIR, P O & P S : TANORE, DIST: RAJSHAHI. BANGLADESH.
009660502985097, 00966014488905/115. 008801711670574, 01912406586 (REQ)

সূচীপত্র

অভিমত

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য অতঃপর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবী মুহাম্মদ ﷺ তাঁর পরিবার-পরিজন এবং সঙ্গী-সাথীদের উপর।

বন্ধুবর মুহাম্মাদ আবদুল হাই বিন শামসুল হক কর্তৃক প্রণীত **"গীবত : ভয়াবহ পরিণতি এবং পরিত্রাণের উপায়"** নামক পুস্তকটি আদ্যপান্ত পাঠ করি। প্রকৃতপক্ষে এটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবান তথ্য সমৃদ্ধ একটি বই, যাতে গীবত সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যাবলী চিহ্নিত করা হয়েছে এবং বিশুদ্ধ দলীল-প্রমাণ দ্বারা সেই সমস্যার সমাধান বা পরিত্রাণের কতিপয় উপায় উল্লেখ করা হয়েছে। আমি আশা করি এ বই থেকে বাংলা ভাষাভাষী লোক যথেষ্ট উপকৃত হবে ইনশাআল্লাহ্।

পরিশেষে মহান আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করি, তিনি যেন লেখক ও আমাদের সকলকে তাঁর সন্তুষ্টি মাফিক যাবতীয় কাজ করার তাওফীক দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি সব কিছু শোনেন ও জবাব দেন।

ওয়া সাল্লাল্লাহু আ'লা নাবিইয়েনা মুহাম্মাদ ওয়া আ'লা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈন।

মুহাম্মাদ মুকাম্মাল হক ফায়যী
বাংলা বিভাগ
ইসলামিক সেন্টার
কিং আব্দুল আজিজ একাডেমী
আল-উয়াইনাহ্, রিয়াদ।

অভিমত

نحمده ونصلى على رسوله الكريم وبعد:

সর্বাগ্রে আল্লাহ্র প্রশংসা অতঃপর তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর দরূদ ও সালাম।

প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তিকে দ্বীনের যেসব মৌলিক বিষয়ে জ্ঞান রাখা অবশ্য কর্তব্য (ফরয), কাবীরা গুনাহ বা বড় ধরনের পাপ এসব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। আর সবাই না জানলেও অনেকেই জানে যে, গীবত তথা পরনিন্দা কবীরা গোনাহ। প্রায়ই আমরা এই অপকর্ম করে পাপের বোঝা মাথায় বহন করে বেড়াই, কিন্তু আমরা তা টেরই পাই না। একথা বললে সম্ভবত ভুল হবে না যে, বর্তমান মুসলিম সমাজে যেসব মারাত্মক পাপ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, তন্মধ্যে পরনিন্দা ব্যাপকতায় শীর্ষে রয়েছে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় আমরা যেন মহান আল্লাহর কঠিন সতর্কবাণী ভুলেই গিয়েছি। আল্লাহ বলেন, "হে মুমিন সম্প্রদায়! তোমরা বেশী বেশী কু-ধারণা থেকে বিরত থাক, কেননা কিছু কু-ধারণা হচ্ছে পাপ। আর তোমরা একে অন্যের দোষ খুঁজে বেড়াবে না, আর না পরস্পরের গীবত করবে, তোমাদের কেউ কি তাঁর মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করতে পছন্দ করবে? (যদি তা না হয় তবে) পরনিন্দাকে তোমরা ঘৃণা করো" *(সূরা আল-হুজুরাত ১২)*।

আল্লাহ পাক এখানে পরনিন্দার সাথে আরো কিছু পাপের কথা উল্লেখ পূর্বক সবগুলো থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। বর্তমান সমাজের অবস্থা এমনই চরম অবক্ষয়ের মুখোমুখী দাঁড়িয়েছে যে, এখন 'সরিষাতেই ভূত' এমন কাণ্ড অহরহ ঘটতে দেখা যায়। সাধারণ জনগণকে এহেন জঘন্য কাজ থেকে যাদের সতর্ক করার কথা তাদেরকেই সেই পাপে অতি যত্নে জড়িয়ে যেতে দেখা যায়। আরো হাস্যকর ব্যাপার হচ্ছে, গীবতের ঘৃণা ব্যক্ত করতে গিয়ে অনেকে নিজেই ঐ গীবতের খপ্পরে পড়তেও কুণ্ঠিত হন না।

আরেক শ্রেণীর অবস্থা আরো গুরুতর যারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে একজনের কথা আরেকজনের নিকট বলে বেড়াতে এমনকি মিথ্যা রটাতেও সিদ্ধহস্ত। অবস্থা বলে দিচ্ছে যে, কম-বেশী সবাই যেন এর করাল গ্রাসে ক্ষত বিক্ষত (লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ)। অতএব আর বিলম্ব নয়, বাঁচতে হলে কুরআনী নিষেধাজ্ঞার সাথে আমরা হাদীসের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণাকেও সামনে নিয়ে আসি, যাতে প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর প্রিয় বচনে বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে

বলেছেন, “নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক হারাম করেছেন তোমাদের রক্ত, সম্পদ ও সম্ভ্রম যেমনভাবে তা হারাম করা হয়েছে তোমাদের এই হজ্জের দিনে এই মাসে ও এই শহরে, ভাল করে শুনুন! উপস্থিত ব্যক্তিরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট পৌঁছে দেয়” *(সহীহ্ বুখারী হা/১৭৪১)*। এখানে প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্ভ্রম নষ্ট করা হারাম ঘোষণা করেছেন যার প্রধান ও ব্যাপক হাতিয়ার হচ্ছে গীবত। বলা বাহুল্য যে, দুর্বল ব্যক্তিত্বের অধিকারী মানুষই এতে বেশী বেশী লিপ্ত হয়। আর মহিলা সমাজ যে কতবার তার শিকারে পরিণত হয় তা বলার অপেক্ষাই রাখে না।

গীবতের ভয়াবহত সম্পর্কে এযাবৎ যা লেখালেখি হয়েছে, তা খুবই অপ্রতুল। বন্ধুবর মুহাম্মাদ আব্দুল হাই কর্তৃক ‘গীবত’ বিষয়ে লিখিত বইটি সেই অভাব পূরণে যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে বলে আশা রাখি। আমি বইটি আদ্যপান্ত পড়েছি এবং যৎকিঞ্চিত প্রয়োজনীয় পরিমার্জনের পরামর্শ দিয়েছি। মহান আল্লাহ্র দরবারে এর গ্রহণীয়তার জন্য দু'আ রইল। আর পাঠক মহলে শুধু কথায় নয়, কাজে বাস্তবায়নের মাধ্যমে বইটির যথাযথ মূল্যায়নের জন্য থাকল উদাত্ত আহ্বান।

আজমাল হুসাইন বিন আব্দুন নূর
বাংলা বিভাগ
নতুন সানাইয়া ইসলামিক সেন্টার
রিয়াদ, সাউদী আরব।

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

গীবত ও নামীমাহ্ শব্দ দু'টি আক্ষরিকভাবে খুবই ছোট্ট, উচ্চারণও খুব সহজ। কিন্তু এর সামাজিক কুপ্রভাব অত্যন্ত ভয়াবহ এবং পরকালীন পরিণতিও ভীষণ কঠিন। এ দু'টি বিষয়ই সুস্থ-সুন্দর সমাজ ও পরিবেশ ধ্বংসের জন্য এক মারাত্মক সংক্রামক রোগ। আর এই ব্যাধিতে বর্তমান মুসলিম সমাজের নারী-পুরুষ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ব্যবসায়ী, কৃষক-শ্রমিক ও নামী-দামী আলেম-ওলামাসহ প্রতিটি স্তরের ব্যক্তি ও গোষ্ঠী আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে মহিলারা বেশী পরশ্রীকাতর হওয়ার কারণে তাদের মধ্যেও বেশী পরিলক্ষিত হয়। গীবত যে একটি মহা পাপ সে কথাটি আমরা চিন্তাই করি না। তাই এই মারাত্মক ব্যাধি থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রত্যেকটি মুসলিমের জন্য অতীব জরুরী।

এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই উক্ত বিষয়ের পরিচয়, হুকুম বা বিধান, ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে এর প্রভাব, পরকালে ভয়াবহ পরিণতি, ভীষণ শাস্তি এবং এ থেকে পরিত্রাণের কতিপয় উপায় আলোকপাত করা হল। নির্ভরযোগ্য দলীল প্রমাণ ও শব্দ বিন্যাসের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। তথাপিও মানুষ হিসাবে লেখার মধ্যে ভুল-ত্রুটি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। যতটুকু সঠিক হয়েছে তা সবই মহান আল্লাহ্‌র বিশেষ রহ্‌মত। বিজ্ঞ পাঠক মহলের নজরে কোন ধরনের ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা আমাদেরকে অবহিত করার অনুরোধ রইল।

এই পুস্তিকা দ্বারা কোন পাঠক সামান্যতম উপকৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে ইনশাআল্লাহ্।

পরিশেষে মহান আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করি, তিনি যেন আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসটুকু কবুল করেন এবং আমার, আমার পিতা-মাতা ও পরিবার-পরিজনের জন্য পরকালীন পাথেয় হিসাবে কবুল করেন।

বিনীত

মুহাম্মাদ আবদুল হাই

গীবতের অর্থ

গীবত একটি আরবী শব্দ, এর অর্থ বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে করেছেন। তবে তাতে শুধু শাব্দিক পার্থক্য দেখা যায় মৌলিক কোন ভিন্নতা নেই।

হাদীসের ভাষায় গীবতের অর্থ :

রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবীদের লক্ষ্য করে বলেন,

أَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ قَالُوا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيْلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيْ أَخِيْ مَا أَقُوْلُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ.

"গীবত কি জিনিস তোমরা কি তা জানো? জবাবে তাঁরা বলেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই এ বিষয়ে ভাল জানেন। তিনি বলেন, তোমার অপর ভাইয়ের এমন কিছু বিষয় তার অগোচরে আলোচনা করা যা সে অপছন্দ করে রাসূল ﷺ-কে বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! তার সম্পর্কে আমি যা বলি তা যদি বাস্তবে তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে তাহলেও কি গীবত হবে? রাসূল ﷺ বলেন, হ্যাঁ, তুমি যা বলো তা যদি সত্যই তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে তাহলে তুমি তার গীবত করলে। আর যদি তার মধ্যে ঐ ত্রুটি বিদ্যমান না থাকে তাহলে তুমি তার প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিলে।"[১]

ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন, "গীবত হচ্ছে একজন মানুষের মধ্যে বিদ্যমান কোন দোষ-ত্রুটি অন্যের সামনে বর্ণনা ও আলোচনা করা যা প্রকাশিত হোক তা সে চায় না, সে দোষ-ত্রুটি তার শারীরিক হোক অথবা চারিত্রিক, দুনিয়াবী হোক অথবা দ্বীনি, সৃষ্টিগত হোক অথবা বৈশিষ্ট্যগত, ধন-সম্পদে হোক অথবা পিতা-পুত্রের ব্যাপারে, স্ত্রীর হোক

১. সহীহ্ মুসলিম, 'আল-বির্ ওয়াস্সিলাহ্ ওয়াল আদাব' অধ্যায়, 'গীবত হারাম' অনুচ্ছেদ, হা/৪৬৯০।

অথবা খাদেমার (বুয়া), পোষাক-পরিচ্ছদে হোক অথবা চলাফেরায়, তার হাস্যোজ্জ্বল অথবা গাম্ভীর্যপূর্ণ চেহারার হোক ইত্যাদি বিষয় যা তার সাথে সম্পৃক্ত। আর এই আলোচনা ও বিবরণ মুখের ভাষায় হোক অথবা লেখনির মাধ্যমে অথবা ব্যঙ্গাকৃতি প্রকাশের মাধ্যমে হোক অথবা হাত, মাথা ও চক্ষুর ইশারার মাধ্যমে কিংবা যে কোন মাধ্যমে হোক।[১]

"গীবত, বুহতান ও ইফ্‌ক" এগুলি আরবী শব্দ। গীবত-এর অর্থ- ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান কোন দোষ-ত্রুটির সমালোচনা করা। আর কোন ব্যক্তির এমন দোষ-ত্রুটি আলোচনা করা যা তার মধ্যে আসলেই বিদ্যমান নেই, এটাই হচ্ছে বুহতান বা মিথ্যা অপবাদ। ইফ্‌ক অর্থ চরম মিথ্যা। কোন বিষয় শুনে কোনরূপ যাচাই-বাছাই না করে অমনি সাথে সাথে তা বলে বেড়ানো। অর্থাৎ মিথ্যা অপবাদ বা ভিত্তিহীন বিষয়ের প্রচার ও প্রসার করা। বুহতান ও ইফ্‌ক মূলতঃ মিথ্যার সাথেই সম্পৃক্ত।

মিথ্যা অপবাদের পরিণতি :

মিথ্যা অপবাদের কারণে উম্মুল মুমিনীন জননী আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) এবং রাসূল ﷺ ও উপস্থিত সাহাবীদের মাঝে কি চরম পরিস্থিতি বিরাজ করছিল তা কি আমরা কখনও ভেবে দেখেছি? এরূপ গুঞ্জনের কারণে মদীনার আকাশ-বাতাস যেন ভারী হয়ে উঠেছিল। বাণী মুস্তালিক যুদ্ধে রাসূল ﷺ-এর স্ত্রীদের মধ্য হতে সাথে ছিলেন মা আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা)। পথিমধ্যে তাঁর হার হারিয়ে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবদুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সালূল মা আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা)-এর প্রতি যেনার যে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল সে কারণে রাসূল ﷺ ভীষণ অস্থির হয়ে পড়েন। এমনকি মধুর সম্পর্ক আস্তে আস্তে কমিয়ে দিতে থাকেন। অথচ মা আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) তখনও এ বিষয়ে কিছুই অবগত ছিলেন না। পরে যখন তাঁর প্রতি মিথ্যা অপবাদের কথা উম্মে মিসতাহ্‌র নিকট হতে অবহিত হলেন, তখন তিনিও পাগল প্রায়

১. ইমাম নববী, আল-আযকার পৃ. ৫৩৪।

হয়ে পড়লেন। বাঘের গলায় হাড় বিধলে যেমন অস্থির হয়ে ছুটাছুটি করতে থাকে, তিনিও তেমনিভাবে নিজেকে পূত-পবিত্র প্রমাণিত করার জন্য পেরেশান হয়ে গেলেন। অশ্রু জলে পবিত্র বুক ভিজতে থাকে এবং দুঃখে ও শোকে একাধিক রাত্রি বিনিদ্র অবস্থায় কাটাতে থাকেন। একদা রাসূল ﷺ তাঁর নিকট এসে বলেন, হে আয়েশা! তোমার ব্যাপারে এরূপ শুনছি। অতএব তুমি যদি এ বিষয়ে সত্যই নির্দোষ হয়ে থাকো তাহলে মহান আল্লাহ্ তোমাকে পূত-পবিত্র ঘোষণা করবেন। আর যদি তুমি অপরাধী হয়েই থাকো তাহলে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাও এবং তাওবা কর। কেননা আল্লাহই একমাত্র তাওবা কবুলকারী। একথা শুনে মা আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমি অল্প বয়সী মেয়ে, কুরআন মাজীদও বেশী পড়তে পারি না। আল্লাহর কসম! আমি জানতে পারলরাম যে, আপনারা এ বিষয়ে অনেক কিছু শুনেছেন যা আপনাদের অন্তরে বসে গেছে এবং বিশ্বাসও করে ফেলেছেন। অতএব আমি যদি বলি, এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ পবিত্র তাহলে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন না। আর যদি আপনাদেরকে বলি যে, যা শুনছেন তা সত্য, তাহলে মহান আল্লাহ্ জানেন আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ মুক্ত। অতঃপর একমাস পর মহান আল্লাহ্ তাঁর পবিত্রতার সমর্থনে দশটি আয়াত নাযিল করে বিষয়টির নিষ্পত্তি করেন।[১] ফলে মদীনার মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশ আস্তে আস্তে পরিস্কার হয়ে উঠল এবং সেই কপোট মিথ্যুকদের মুখোশ উন্মোচিত হল। এই অপবাদের ঘটনা সহীহ্ আল-বুখারীসহ বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে বিস্তারিত উল্লেখিত হয়েছে।[২]

উক্ত অপবাদের কারণে মিসতাহ্ বিন আছাছাহ্, হাস্‌সান বিন ছাবেত ও হামনাহ্ বিনতে জাহাশকে দণ্ডায়িত করা হয়েছিল, প্রত্যেককে আশিটি করে বেত্রাঘাত করা হয়। যদিও এই মিথ্যা অপবাদ ছড়ানোর মূল হোতা

১. সূরা নূর, আয়াত ১১-২০।
২. সহীহ্ আল-বুখারী, 'কিতাবুল মাগাযী', 'হাদীছুল ইফ্‌ক' অনুচ্ছেদ।

ছিল আবদুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সালূল, তবুও তার উপর দণ্ডারোপ করা হয়নি।[১] কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয় যে, দুনিয়াতে শাস্তির বিধান কায়েম করলে হয়ত পরকালীন শাস্তি হালকা হয়ে আসতে পারে। আর মহান আল্লাহ তার জন্য পরকালে কঠিন শাস্তির ওয়াদা করেছেন।

একজন কপট মিথ্যুক মুহূর্তের মধ্যে যেভাবে পরিবেশ কলুষিত করতে পারে, অপরদিকে একজন মুমিন চব্বিশ ঘণ্টাতেও সত্য দ্বারা পরিবেশ উজ্জ্বল করতে সক্ষম হয় না।

মিথ্যুকের ভয়াবহ পরিণতি

কোন কপট মিথ্যুক যদি ক্বিয়ামত দিবসে মিথ্যার ভয়াবহ শাস্তির কথা চিন্তা করত, তাহলে এ চিন্তাই তাকে এ ধরনের জঘন্য চরিত্র থেকে বিরত রাখত।

সামুরাহ বিন জুনদুব ﵁ থেকে বর্ণিত, দীর্ঘ হাদীছে নবী কারীম ﷺ মিথ্যুকের চরম ভয়াবহ শাস্তির কথা আমাদেরকে বলে গিয়েছেন। তিনি বলেন, "আমরা চলতে থাকলাম অতঃপর চিত হয়ে (মাথার পিছন ভরে) পড়ে আছে এমন এক লোকের নিকট উপস্থিত হলাম। আর অপর একজন তার পার্শ্বেই লোহার হুঁক বা আঁকড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেই বড়শি কশে (ওষ্ঠাধরে) অর্থাৎ ঠোঁটের কোণে বাধিয়ে মাথার পিছন দিকে টেনে নিয়ে আসছে। ঠিক অনুরূপভাবে নাকের ছিদ্রে ও চোখে আঁকড়া বাধিয়ে পিছনের দিকে টেনে নিয়ে আসছে। অতঃপর কাত করে ফেলে প্রথম পার্শ্বের মতই দ্বিতীয় পার্শ্বেও করা হচ্ছে।

দ্বিতীয় কশের কাজ শেষ হতে হতেই প্রথম কশ ঠিক হয়ে যাচ্ছে এবং প্রথম কশের ন্যায় আযাব দিচ্ছে। (এভাবে এক পার্শ্বের পর অপর পার্শ্বে ক্বিয়ামত পর্যন্ত হতে থাকবে) হাদীসের শেষাংশে এসেছে। যার কশে এবং নাকের ছিদ্রে ও চোখে লোহার হুঁক বাধিয়ে মাথার পিছনের দিকে

---

১. ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতুম, পৃ. ৩৩২।

টেনে নেয়া হচ্ছিল সে এমন ব্যক্তি যে সকালে বাড়ি হতে বের হয়েই মিথ্যা কথা বলত। ফলে সেই মিথ্যা মহাশূন্য পর্যন্ত পৌঁছে যেত।[১] অর্থাৎ পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে যায়।

ভেবে দেখুন হে জ্ঞানী সমাজ! এমন কঠিন আযাবের কথা। এ শাস্তি কেউ সহ্য করতে পারে কি?

অতএব সাবধান হে মুসলিম সমাজ! বর্জন করুন মিথ্যা কথা ও ঘৃণিত আচরণ। আল্লাহ্ আমাদেরকে তাঁর অসন্তোষ ও কঠিন আযাব হতে রক্ষা করুন।[*]

গীবতের প্রকার

ইমাম নববীর উপরোক্ত সংজ্ঞায় গীবতের প্রকারভেদ অনুমান করা যায়। যথা- (১) সৃষ্টিগত শারীরিক গঠন বা অবয়বের গীবত। (২) চারিত্রিক আচার-আচরণের গীবত। (৩) বংশের গীবত। (৪) পোষাক-পরিচ্ছদের গীবত। (৫) পরোক্ষ গীবত।

অন্তরের গীবত :

কথা ও ইঙ্গিতের দ্বারা গীবত যেমন হারাম, তেমনিভাবে মনে মনে গীবত করাও হারাম। আর অন্তরের গীবত হয় অন্যের প্রতি মনে মনে কুধারণার মাধ্যমে। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ ধারণা করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ (الحجرات: ١٢)

"হে মু'মিনগণ! তোমরা বেশী বেশী ধারণা করা থেকে বিরত থাকো, নিশ্চয়ই কিছু কিছু ধারণা গোনাহ্..."।[২] রাসূল ﷺ বলেন,

---

১. সহীহ্ আল-বুখারী, 'কিতাবুল জানাইয', 'বাবু মা কিলা ফী আওলাদিল মুশরেকিন'।

* বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : লেখক কর্তৃক অনূদিত আযহারী আহমাদ মাহমূদ প্রণীত "মিথ্যা" ইসলামিক সেন্টার, ছানাইয়া কাদীমা, রিয়াদ কর্তৃক প্রকাশিত।

২. সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ১২।

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ .

"তোমরা ধারণা করার বিষয়ে সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করবে। কেননা ধারণা করে যা বলা হয় তা-ই অধিক বড় মিথ্যা।"[১]

মৃত ব্যক্তির গীবত :

জীবিত মানুষের গীবত করা যেমন হারাম তেমনিভাবে মৃত মানুষেরও গীবত হারাম। মায়েয বিন মালেক আল-আসলামী ﷛ পরকালীন আযাব থেকে বাঁচার জন্য যখন নিজের যেনার অপরাধের কথা রাসূল ﷺ-এর সামনে স্বীকারোক্তি দিলেন, তখন তিনি তাকে যেনার শাস্তি হিসাবে রজমের (পাথর মেরে হত্যার) নির্দেশ দেন। ফলে তাকে রজম করা হলে সাহাবীদের মধ্য হতে দু'জন ব্যক্তি তার প্রতি ব্যঙ্গ করে একে অপরকে বলাবলি করে যে, দেখ! তাকে কুকুরের ন্যায় রজম করা হয়েছে। একথা শুনে রাসূল ﷺ চুপ থাকলেন। অতঃপর কিছুক্ষণ সময় পথ চলার পর একটি মৃত গাধার দুর্গন্ধময় লাশের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে ঐ দুই ব্যক্তিকে ডেকে বলেন, যাও এই মরা গাধার গোস্ত খাও, তারা বলে, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! কেউ কি এই গাধার পচা দুর্গন্ধময় গোস্ত খায়? রাসূল ﷺ বলেন, কিছুক্ষণ পূর্বেই তোমাদের ভাইয়ের সম্মানের ব্যাপারে সমালোচনায় লিপ্ত হয়েছিলে। তাতো এই গোস্ত ভক্ষণের চেয়েও মারাত্মক কঠিন ছিল। আল্লাহর কসম! সেতো এখন জান্নাতের নহর সমূহে আনন্দে বিরাজ করছে।[২]

নামীমাহ্ বা চুগলখোরী

নামীমাহ্ বা চুগলখোরী (চুকলি কিংবা চুগলি হচ্ছে, আড়ালে নিন্দা ও লাগানি-ভাঙ্গানি। আর চুকলখোর অথবা চুগলখোর আড়ালে নিন্দা বা লাগানি-ভাঙ্গানি করে এমন ব্যক্তি।) পরস্পরের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টির

১. সহীহ্ আল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম।
২. আবু দাউদ, 'কিতাবুল হুদুদ', 'রজমে মায়েয' অনুচ্ছেদ ।

উদ্দেশ্যে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ানো। নামীমাহ্ ভয়াবহতার দিক থেকে গীবতের মতই বরং তার চেয়েও মারাত্মক। কেননা সুশৃংখল সমাজে ভাঙ্গন ও পারস্পরিক অশান্তি, হিংসা-বিদ্বেষ ও হানা-হানি সৃষ্টির ক্ষেত্রে নামীমাহ্র প্রভাব অত্যধিক। একটি ঘটনা উল্লেখ করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

জনৈক ব্যক্তি এক গোলাম খরিদ করে কিন্তু ঐ গোলামের মধ্যে নামীমাহ্র অভ্যাস ছিল। অবশ্য বিক্রেতা তার এই দোষের কথা উল্লেখ করেই বিক্রি করে। ঐ গোলাম মালিকের নিকট কিছুদিন অতিবাহিত করার পর একদা মালিকের স্ত্রীর নিকট গিয়ে বলে, আপনার স্বামী আপনাকে বাদ দিয়ে দ্বিতীয় বিবাহ করতে চায়, সে আসলে আপনাকে ভালবাসে না। অতএব আপনার প্রতি ভালবাসাকে যদি মজবুত রাখতে চান তাহলে আপনার স্বামী যখন ঘুমাবে তখন তার থুতনির নিচের অংশের দাড়ি ব্লেড দিয়ে কামিয়ে নিজের নিকট রাখবেন তাহলে ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে এবং সে আর অন্যত্র বিবাহ করবে না। অপরদিকে মালিকের নিকট গিয়ে বলে যে, আপনার স্ত্রী আপনাকে বাদ দিয়ে অন্যকে ভালবেসে পরকীয়া প্রেমে লিপ্ত হয়েছে সে আপনার নিকট থাকতে চায় না। আপনি যদি এর বাস্তবতা প্রমাণ করতে চান তাহলে তার ঘরে ঘুমের বাহানা করে শুয়ে থাকবেন দেখবেন সে ব্লেড নিয়ে আপনাকে হত্যা করতে আসবে। দু'জনই ঐ গোলামের কথা বিশ্বাস করে। ফলে মালিক যখন ঐ স্ত্রীর ঘরে ঘুমের ভান করে শুয়ে থাকে তখন স্ত্রী ব্লেড হাতে নিয়ে খুব সাবধানতার সাথে দাড়ির নিচের অংশ কামানোর জন্য প্রস্তুত হয়। সাথে সাথে মালিক লাফ দিয়ে উঠে ব্লেডসহ খপ্ করে ধরে ফেলে। গোলামের কথা বাস্তবে দেখতে পায় ফলে সে রাগান্বিত হয়ে ঐ ব্লেড দিয়েই নিজ স্ত্রীকে হত্যা করে। অবশেষে ঐ মহিলার আত্মীয়-স্বজন এসে তাকেও হত্যা করে। অভিশপ্ত দ্বিমুখী মুনাফিক গোলামের কারণে উভয়ই নিহত হল এবং নিজেদের মধ্যে হিংসার রেশ

চালু হল।[১] এজন্যই মহান আল্লাহ্ এরূপ নামীমাহ্কারী দ্বিমুখী স্বভাবের লোকদেরকে ফাসেক বলে আখ্যায়িত করেন এবং এদের দেয়া সংবাদও যাচাই-বাছাই করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوْا أَنْ تُصِيْبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيْنَ (الحجرات: ٦)

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের নিকট যদি কোন ফাসেক ব্যক্তি কোন বিষয়ে সংবাদ দেয়, তাহলে তার সত্যতা যাচাই কর যেন অজ্ঞতাবশতঃ কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত না কর এবং নিজেদের কৃতকর্মের জন্য নিজেদেরকে অনুতপ্ত না কর।"[২]

হাদীসের ভাষায় নামীমাহ্ :

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ إِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ مَا الْعَضْهُ هِيَ النَّمِيْمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ .

আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসুল ﷺ বলেন, আমি কি তোমাদেরকে ''الْعَضْهُ'' "আল-আযহু" সম্পর্কে অবহিত করব না? আযহু হচ্ছে "নামীমাহ্"। আর তা হচ্ছে, মানুষের মাঝে কথা ছড়িয়ে বেড়ানো।[৩]

ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন,

নামীমাহ্ হচ্ছে "ফাসাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একের কথা অপরের নিকট ছড়িয়ে বেড়ানো।"[৪] এটাই হচ্ছে চুগলী বা চুগলখোরী।

---

১. ইমাম যাহাবী, আল-কাবায়ের, নং-৪৩।

২. সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ৬।

৩. সহীহ্ মুসলিম, 'আল-বির্‌র ওয়াসসিলাহ্ ওয়াল আদাব' অধ্যায়, 'নামীমাহ্ হারাম' অনুচ্ছেদ, হা/৪৭১৮; মুসনাদ আহমাদ, হা/৪৯৪৬।

৪. ইমাম নববী, কিতাবুল আযকার, পৃ. ৩৩৬।

ইসলামী শরী'আতে গীবত ও নামীমাহ্-এর বিধান

গীবত ও নামীমাহ্ হারাম :

ইসলামী শরী'আতের বিধান অনুযায়ী গীবত ও নামীমাহ্ কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত যা মূলতঃ হারাম। এ ব্যাপারে কুরআন ও সহীহ্ হাদীসে স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে এবং বিশিষ্ট সাহাবাগণের আছার তথা উক্তিও রয়েছে, সেই সাথে মুসলিম উম্মতও একমত হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ [الحجرات: ١٢]

"তোমরা একে অপরের পিছনে গীবত বা পরনিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে চাইবে? বস্তুত তোমরা তো এটাকে ঘৃণ্যই মনে কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ্ তাওবা কবুলকারী পরম দয়ালু"।[১]

আল্লাহ্ তা'আলা গীবতের তুলনা করেছেন মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খাওয়ার সাথে। এর কারণ হচ্ছে, মৃত ব্যক্তি তার গোশ্ত ভক্ষণ করা হচ্ছে কি না সে সম্পর্কে যেমন কিছুই জানতে পারে না, ঠিক তেমনিভাবে জীবিত ব্যক্তি যার গীবত করা হয় সেও তার গীবত সম্পর্কে জানে না। ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ দৃষ্টান্ত দিয়েছেন এজন্য যে, মৃতের গোশ্ত খাওয়া যেমন স্পষ্ট হারাম ও অপছন্দনীয়, তেমনিভাবে অন্যের গীবত করাও ইসলামী শরী'আতে স্পষ্ট হারাম ও অন্তরের কাছেও ঘৃণিত।"[২]

---

১. সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ১২।
২. তাফসীর কুরতুবী, ১৬/২৮৬।

এ প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ বলেন,

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ إِلَى أَنْ تَلْقَوْا رَبَّكُمْ تَعَالَى كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا.

"নিশ্চয়ই তোমাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ করা পর্যন্ত (ক্বিয়ামত পর্যন্ত) তোমাদের এই শহরে, এই মাসে এই দিনের ন্যায় তোমাদের রক্ত, সম্পদ ও তোমাদের মান-সম্মান, ইজ্জত ও সম্ভ্রম হারাম।" অর্থাৎ রক্তপাত, সম্পদ লুণ্ঠন ও মান-সম্মান হরণ করা হারাম।[১] অপর হাদীসে এই অপরাধকে হত্যা, সম্পদ লুণ্ঠন ও ছিনতাই-এর শামিল করা হয়েছে। রাসূল ﷺ বলেন,

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ.

"প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অপর মুসলিমের রক্ত, সম্পদ ও সম্মান নষ্ট করা হারাম।"[২]

গীবত করার অর্থই হচ্ছে, মানুষের মান-সম্মান ও ইজ্জত লুণ্ঠন করা। অতএব এটাও স্পষ্ট হারামের শামিল।

গীবত শ্রবণ করাও হারাম :

গীবতে লিপ্ত হওয়া যেমন ইসলামী শরী'আতে হারাম, তেমনিভাবে গীবত শ্রবণ করাও হারাম হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। গীবতকারীকে প্রথমতঃ গীবতের ভয়াবহ পরিণতি ও জান্নাতের লোভ এবং জাহান্নামের ভয় দেখিয়ে উত্তম কৌশলে গীবত থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করতে হবে। এরপরও যদি সে গীবতে লিপ্ত থাকে, তাহলে ঐ মজলিস ছেড়ে উঠে যেতে হবে।

---

১. মুসনাদ আহমাদ হা/১৯৫২৩; সহীহ্ মুসলিম, 'আল-কাসামাহ্ ওয়াল মুহারেবীন...' অধ্যায়, 'তাগলীয তাহরীমুদ-দিমাআ ওয়াল আ'রায ওয়াল আমওয়াল' অনুচ্ছেদ, হা/৩১৭৯।

২. সহীহ্ মুসলিম, 'কিতাবুল বির্‌র ওয়াস্‌সিলাহ্ ওয়াল আদাব', 'বাবু তাহরীমু যুলমিল মুসলিমি', হা/৪৬৫০।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْ آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ [الأنعام: ٦٨]

"যখন আপনি তাদেরকে দেখেন, যারা আমার আয়াতসমূহ সম্বন্ধে উপহাসমূলক আলোচনায় মগ্ন হয়, তখন তাদের নিকট হতে সরে যান যে পর্যন্ত তারা অন্য প্রসংগে প্রবৃত্ত না হয়। আর শয়তান যদি আপনাকে ভ্রমে ফেলে তবে স্মরণ হওয়ার পরে যালিম সম্প্রদায়ের সাথে বসবেন না।"[১]

আল্লাহ্ তা'আলা এ প্রসঙ্গে আরো বলেন,

وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُوْلاً [الإسراء: ٣٦] .

"যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করো না; নিশ্চয়ই কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে জবাবদিহি করা হবে।"[২]

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

وَإِذَا سَمِعُوْا اللَّغْوَ أَعْرَضُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِيْ الْجَاهِلِيْنَ [القصص: ٥٥].

"তারা যখন অসার অশ্লীল বাক্য শ্রবণ করে তখন তারা তা উপেক্ষা করে এড়িয়ে চলে এবং বলে, আমাদের কাজের ফল আমাদের জন্য এবং তোমাদের কাজের ফল তোমাদের জন্য। তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা অজ্ঞদের সঙ্গ চাই না।"[৩]

---

১. সূরা আল-আন'আম, আয়াত ৬৮।
২. সূরা বানী ইসরাঈল, আয়াত ৩৬।
৩. সূরা আল-কাসাস, আয়াত ৫৫।

গীবতকারীকে তার গীবতে বাধা দিতে যদি সক্ষম না হয় কিংবা গীবতের ভয়াবহ পরিণতির কথা বলার পরও যদি না শোনে ও না মানে, তাহলে যে মজলিসে গীবত করা হচ্ছে সে মজলিস অবশ্যই ত্যাগ করবে। গীবতের মত অশ্লীল কথা ও কর্ম বর্জন করে চলা মুমিনদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ [المؤمنون: ٣]

"যারা অসার ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরত থাকে (তারাই পরিত্রাণ প্রাপ্ত মুমিন)।"[১]

"মায়মুন বিন সিয়াহ্ কারো গীবত করতেন না এবং তার সামনে অন্য কারো গীবত করারও সুযোগ কাউকে দিতেন না। গীবতকারীকে কঠিনভাবে বাধা দিতেন এবং বাধা না শুনলে সে মজলিস ছেড়ে উঠে যেতেন।"[২]

যারা গীবতে লিপ্ত হয়, তারাই তো গীবত সংক্রান্ত আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করে এবং এর প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রুপও করে। সুতরাং গীবতকারীগণও নিঃসন্দেহে আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার ও তার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রুপকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

গীবতকারীকে বাধা দেয়ার ফযীলত :

নিজে গীবতের মত জঘন্য অপরাধ থেকে বেঁচে থাকলে যেমন আল্লাহর নিকট মর্যাদা লাভ করা যায়, তেমনিভাবে সমাজেও সম্মানিত ও মর্যাদাবান হওয়া যায়। কোন গীবতকারীকে বাধা দিলেও আল্লাহ্

১. সূরা মুমিনূন, আয়াত ৩।
২. তাফসীর কুরতুবী, ১৬/২৮৭।

তা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতে সাহায্য-সহযোগিতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

مَا مِنْ امْرِئٍ يَخْذُلُ امْرَأً مُسْلِمًا فِيْ مَوْضِعٍ تُنْتَهَكُ فِيْهِ حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَصُ فِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ فِيْ مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيْهِ نُصْرَتَهُ وَمَا مِنْ امْرِئٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِيْ مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيْهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ فِيْ مَوْطِنٍ يُحِبُّ نُصْرَتَهُ.

"যে ব্যক্তি কোন স্থানে কোন মুসলিমের মান-সম্মান এবং ইজ্জত ও সম্ভ্রম নষ্ট করে অর্থাৎ সম্মান ক্ষুণ্ন করে, আল্লাহ্ তাকে ঐ স্থানে বেইজ্জত ও অপমানিত করেন যেস্থানে সে তার নিজের সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়া পছন্দ করে বা আশা করে। অপরদিকে যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের মান-সম্মান এবং ইজ্জত ও সম্ভ্রম রক্ষায় সাহায্য-সহযোগিতা করে বা সম্মান রক্ষা করে আল্লাহ্ তাকে সেই স্থানে সাহায্য-সহযোগিতা করেন যেখানে সে তার নিজের সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়ার আশা করে।"[১] অপর এক হাদীসে এসেছে-

مَنْ حَمَى مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِقٍ أُرَاهُ قَالَ بَعَثَ اللَّهُ مَلَكًا يَحْمِيْ لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَمَنْ رَمَى مُسْلِمًا بِشَيْءٍ يُرِيْدُ شَيْنَهُ بِهِ حَبَسَهُ اللَّهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ.

রাসূলে করীম ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে মুনাফিকের কুচক্র থেকে রক্ষা করে ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশ্‌তা প্রেরণ করে তার শরীরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। আর যে ব্যক্তি দোষ-ত্রুটি বর্ণনার দ্বারা কোন মুসলিমকে কষ্ট দেয় আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জাহান্নামের উপর কঠিন পুলসিরাতে আটকে রাখবেন যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার কৃত অপরাধ থেকে মুক্ত হতে না পারবে।"[২]

১. আবু দাউদ, 'আল-আদাব' অধ্যায়, 'মান রাদ্দা আন মুসলিমীন গীবাতান' অনুচ্ছেদ, হা/৪২৪০, ৪৪৮৪।
২. আবু দাউদ, 'আল-আদাব' অধ্যায়, 'মান রাদ্দা আন মুসলিমীন গীবাতান' অনুচ্ছেদ, হা/৪২৩৯, ৪৮৮৩।

অপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيْهِ رَدَّ اللّٰهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

"যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্মান রক্ষার জন্য প্রতিরোধ করে আল্লাহ্ তা'আলা ক্বিয়ামত দিবসে তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন।"[১]

রাসূল ﷺ আরো বলেন,

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَبَّ عَنْ لَحْمِ أَخِيْهِ فِي الْغِيْبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ أَنْ يُعْتِقَهُ مِنْ النَّارِ .

আসমা বিনতে ইয়াযিদ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন "যে ব্যক্তি তার অপর ভাইয়ের গীবতকারীকে বাধা দেয় বা প্রতিরোধ করে তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব আল্লাহর উপর বর্তায়।"[২]

সুবহানাল্লাহ্! সমাজে শান্তি-শৃংখলা ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা এবং মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রাখতে উৎসাহিত করার জন্যই আদর্শ সমাজ সংস্কারক মুহাম্মাদ ﷺ এ ধরনের লোভনীয় নির্দেশ দিয়েছেন। অপরদিকে কঠিন কথাও বলেছেন, মা আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) যখন ছাফিয়্যাহ্ (রাযিআল্লাহু আনহা)-এর ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর নিকট একটু খাটো বলে মন্তব্য করেছিলেন তখন রাসূল ﷺ বলেছিলেন তুমি এমন মারাত্মক কথা বলেছ, যা সমুদ্রের পানিতে মিশিয়ে দিলে সমুদ্র বরাবর হয়ে যাবে।[৩]

অতএব যে ব্যক্তি এই লোভনীয় বিষয়টি লুফে নিতে পারবে এবং কঠিন হুঁশিয়ারী থেকে মুক্ত থাকতে পারবে, সেই তো দুনিয়া ও আখেরাতে লাভবান হবে এবং সুন্দর সমাজ গড়তে সহযোগিতা করবে।

---

১. তিরমিযী, 'আল-বির্‌র ওয়াস্‌সিলাহ্' অধ্যায়, 'আয-যাব্বু আন ইরযেল মুসলিম' অনুচ্ছেদ, হা/১৮৫৪, ১৯৩১।
২. মুসনাদ আহমাদ, হা/২৪৩২৮।
৩. আবু দাউদ, 'আদব' অধ্যায়, 'গীবত' অনুচ্ছেদ, হা/৪২৩২।

গীবতে লিপ্ত হওয়ার কারণ ও পরিত্রাণের কতিপয় উপায়

(১) শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ :

দুনিয়াবী সামান্য কোন ব্যক্তিগত কারণ নিয়ে মানুষ শত্রুতে পরিণত হয়। অবশেষে এরই সূত্র ধরে গীবতে লিপ্ত হয়। তেমনিভাবে অন্যের প্রতি আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামতের ধ্বংস কামনা কল্পে মানুষ নিজে থেকেই গীবত চর্চা শুরু করে।

কোন মজলিসে যদি খ্যাতিমান কোন জনপ্রিয় ব্যক্তির সুনাম ও প্রশংসা করা হয় অথবা আল্লাহ্ প্রদত্ত কোন নেয়ামতের উল্লেখ করা হয় আর তা কোন হিংসুক ব্যক্তি শোনে তখন সে হিংসার বশবর্তী হয়ে ঐ সম্মানিত ব্যক্তির মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার হীন উদ্দেশ্যে গীবতে লিপ্ত হয়। চিন্তা করে যে, অমুক ব্যক্তি এত ধন-সম্পদ, মান-মর্যাদার অধিকারী হয়ে গেছে আর আমি তার তুলনায় কিছুই পাইনি। আল্লাহ্ তাকে যা দান করেছেন তাতে সে পরিতৃপ্ত নয় এবং অন্যকে যা দান করেছেন তাতেও সে আল্লাহর ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্ট নয়। সর্বদা মনের মধ্যে হিংসার আগুন জ্বালিয়েই রাখে। ফলে হিংসার বশবর্তী হয়ে ঐ নেয়ামত প্রাপ্ত ব্যক্তির নেয়ামতকে ক্ষুণ্ন বা ধ্বংস করার জন্য কু-মতলব অন্তরে রেখে ছোট-খাট বিষয় নিয়ে অন্যের সামনে হিংসাত্মক কথা ও আচরণ পেশ করে থাকে যা স্পষ্ট গীবতের শামিল।

أَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ [النساء: ٥٤]

“মহান আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে মানুষকে যা দিয়েছেন সেজন্য কি তারা তাদের হিংসা করে?”।[১]

এই গীবতের ফলে ঐ ব্যক্তির কোনই ক্ষতি হয় না; বরং সে তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে আরো মর্যাদায় উন্নীত করে এবং নিজের পুণ্যের (নেকির)

১. সূরা নিসা, আয়াত ৫৪।

ঝুলি থেকে গীবতের পরিমাণ অনুযায়ী তাকে দিতে থাকে ও তার গোনাহের বোঝা নিজের কাঁধে চাঁপিয়ে নিতে থাকে, যা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَخِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ اَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ اَنْ لا يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَلا دِرْهَمٌ ....

'যদি কোন ব্যক্তি অন্যের ইযযত নষ্ট কিংবা অন্য কিছু হরণ করে থাকে, তাহলে সে যেন ঐ দিন আসার পূর্বেই তা নিষ্পত্তি করে নেয়, যে দিন তার কোন দীনার ও দিরহাম কিছুই থাকবে না। অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন। কেননা সেদিন তার মাফ নেয়ার কোনই উপায় থাকবে না'।[১]

পরিত্রাণের উপায় :

দুনিয়া ও আখেরাতে হিংসার মারাত্মক পরিণতির কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে। একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, এই হিংসার কারণেই দুনিয়া ও আখেরাতে সে নিজে যেমন ছোট হচ্ছে, ঠিক তেমনিভাবে যার প্রতি হিংসা করা হচ্ছে তার মান-মর্যাদা অধিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আরও হুঁশিয়ার থাকতে হবে, যেন হিংসার বশবর্তী হয়ে জীবনে উপার্জিত সমস্ত নেকি বরবাদ না হয়ে যায়।

হিংসাকারী মূলতঃ দু'টি ঘৃণ্যতম পাপে লিপ্ত হয়। যথা- হিংসা ও গীবত। আর দু'টিরই পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল ﷺ বলেন,

لاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَنَاجَشُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيْرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ

১. সহীহ বুখারী, 'কিতাবুল মাযালেম', হা/২১৯৯।

امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ.

"তোমরা পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ ও অকল্যাণ কামনা করো না, পরস্পর ঘৃণা ও শত্রুতা পোষণ করো না এবং দোষ-ত্রুটিও তালাশ করে বেড়িও না। আর অন্যের বেচা-কেনার মধ্যে শরীক হয়ো না (কেনার উদ্দেশ্য ছাড়াই দাম বৃদ্ধি করো না। অর্থাৎ দালালী করো না); বরং আল্লাহ্‌র বান্দা হিসাবে সবাই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাও। একজন মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। অতএব ঐ ভাইয়ের প্রতি কোন ধরনের যুল্‌ম অত্যাচার করবে না, সাহায্য-সহযোগিতাও বর্জন করবে না এবং তুচ্ছও মনে করবে না। অতঃপর স্বীয় বুকের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনবার বলেন, তাকওয়া এখানে। কোন ব্যক্তির খারাপ হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ মনে করবে। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অপর মুসলিমের রক্ত, সম্পদ ও মান-সম্মান এবং ইজ্জত হরণ করা হারাম।"[১]

(২) ক্রোধ ও প্রতিশোধ :

যদি কোন মানুষ তার সাথে কোন বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করে তাহলে তার অন্তরে ক্রোধের বীজ রোপিত হয়, ফলে দুনিয়াবী সামান্য কারণে রাগের বশবর্তী হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য যেখানে-সেখানে তার বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে গিয়ে গীবতে লিপ্ত হয়, ক্রোধ সংবরণ করতে পারে না। অথচ ক্রোধ সংবরণ করা মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

পরিত্রাণের উপায় :

ক্রোধ সংবরণ ও ক্ষমার উত্তম ফলাফলের কথা হৃদয়ে সর্বদা জাগ্রত রাখতে হবে। কেননা ক্রোধ সংবরণ ও মানুষকে ক্ষমা করতে পারলেই

১. সহীহ্ মুসলিম, 'আল-বির্‌র ওয়াসসিলাহ্ ওয়াল আদাব' অধ্যায়, 'তাহরীমু যুলমিল মুসলিমে' অনুচ্ছেদ, হা/৬৪৫০।

আল্লাহ্ দুনিয়াতে মান-সম্মান ও ইজ্জত বৃদ্ধি করবেন। ফলে আপোষে ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি পাবে, সুষ্ঠু সমাজ গড়তে সহযোগিতা করবে। শুধু এখানেই সীমিত নয়; বরং দয়াময় আল্লাহ্ তা'আলা পরকালে মহা সুখময় স্থান জান্নাত দান করবেন।

ক্রোধ সংবরণকারীর মর্যাদা :

ক্ষমা করা মুমিনের মহৎ গুণ এবং এই ক্ষমার ফলে আল্লাহ্ দুনিয়া ও আখেরাতে মান-সম্মান বৃদ্ধি করে থাকেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَسَارِعُوْا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ، الَّذِيْنَ يُنفِقُوْنَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ [آل عمران: ١٣٣ – ١٣٤]

"তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমান ও যমীনের ন্যায়, যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য, যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল তথা সর্বাবস্থায় ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী ও মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল, আর আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালবাসেন।"[১]

যে ব্যক্তি রাগের বশবর্তী হয়ে গীবত করল সে তো তার ক্রোধ সংবরণ করল না। ক্ষমা করতেও শিখল না।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُءُوْسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ اللّٰهُ مِنْ الْحُوْرِ الْعِيْنِ مَا شَاءَ.

"যে ব্যক্তি প্রতিশোধ গ্রহণ ও শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নিজের ক্রোধ সংবরণ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সম্মান দেয়ার জন্য ক্বিয়ামত

১. সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩৩-১৩৪।

দিবসে সকল মানুষের সামনের কাতারে আহ্বান করবেন এমনকি তাকে জান্নাতের হূরদের মধ্য হতে ইচ্ছামত গ্রহণ করার এখতিয়ার দিবেন।"[১]

অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّٰهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ.

"সাদাকার কারণে মাল কোন অংশে কমে না এবং ক্ষমার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার সম্মান বৃদ্ধি করেন। আর কোন বান্দা যখন আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য অনুগত হয়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে থাকেন।"[২]

অতএব মহান আল্লাহর নিকট এত বড় সম্মানিত পুরস্কারের কথা কি বিবেকবানদের মনে আনন্দ ও উৎসাহের সৃষ্টি করবে না? বিপরীতে মানুষের গীবত চর্চায় লিপ্ত হওয়ার কারণে প্রতি মুহূর্তে পুণ্য হারাচ্ছে এবং অন্যের গোনাহের বোঝা নিজ কাঁধে এসে অর্পিত হচ্ছে তা কি ভেবে দেখবে না? আমাদের ভাবা দরকার যে, জীবনের একটি দিনও কি আমরা গীবতের মত জঘন্য পাপ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পেরেছি?

(৩) নিজের মর্যাদা বৃদ্ধির আশায় তিরস্কার :

বহু মানুষ এমন রয়েছে যারা নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে অপর মুসলিম ভাইকে হীন ও তুচ্ছ ভেবে তার দোষ-ত্রুটি ও অবস্থান নিয়ে প্রত্যেক মজলিসেই তিরস্কার ও উপহাস করে থাকে। যেমন এরূপ বলে যে, আরে অমুকতো গর্ধব, তার কোন বোধ-শক্তি নেই। আসলে নিজের প্রশংসা করা এবং জ্ঞান-বিবেক ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়ার জন্যই এরূপ বলে

---

১. মুসনাদ আহমাদ, হা/১৫০৮৪; আবু দাউদ, 'আল-আদাব' অধ্যায়, 'মান কাযামা গায়যান' অনুচ্ছেদ হা/৪১৪৭; ইবনু মাজাহ্, 'আয-যুহ্দ' অধ্যায়, 'আল-হুল্‌ম' অনুচ্ছেদ, হা/৪১৭৬, শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। দ্র. সহীহ্ ও যঈফ ইবনু মাজাহ, হা/৪২৮৬।

২. সহীহ্ মুসলিম, 'আল-বির্‌র ওয়াসসিলাহ' অধ্যায়, 'ইস্তেহ্বাবুল আফবি ওয়াত তাওয়াযুঈ' অনুচ্ছেদ হা/৪৬৮৯।

থাকে। আবার বলে যে, কারো সম্পর্কে সমালোচনা করা আমার অভ্যাস নেই অথবা আমি কারো গীবত করাও পছন্দ করি না। এতে তার অন্ত রের অস্বচ্ছতাই প্রমাণিত হয়। অথচ তিরস্কার করে মানুষকে হীন ও ছোট করা ইসলামে হারাম। যদি সে সত্যই কম জ্ঞানের ও বুঝের অধিকারী হয়ে থাকে, তাহলে তো স্পষ্ট গীবতে লিপ্ত হয়ে গেল আর যদি এর বিপরীত হয়, তাহলে তো মিথ্যা অপবাদ দেয়া হলো। এ দু'টোই চরম অপরাধ। এ ধরনের জঘন্য অন্যায় ত্যাগ করা অবশ্য জরুরী।

পরিত্রাণের উপায় :

নিজের জ্ঞানের পরিধি প্রকাশ করে মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য অন্যের যে সমস্ত দোষ-ক্রটির কথা মানুষের সামনে বর্ণনা করা বৈধ নয় সেগুলি উপহাস ও তিরস্কারবশতঃ উল্লেখ করা থেকে সাবধান হতে হবে এবং নিজেকে অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে রক্ষা করতে হবে। সেই সাথে আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকেও নিজেকে বিরত রাখতে হবে।

মানুষ অনেক ক্ষেত্রে খুবই নগণ্য ভেবে এমন কথা উচ্চারণ করে থাকে যাতে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিশ্চিত হয়ে যায়। যা নিম্নোক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়।

عَنْ بِلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا عَلَيْهِ سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. قَالَ فَكَانَ عَلْقَمَةُ يَقُوْلُ كَمْ مِنْ كَلاَمٍ قَدْ مَنَعَنِيْهِ حَدِيثُ بِلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ.

বিলাল ইবনুল হারিস আল-মুযানী ﵁ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'মানুষ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির এমন কোন কথা উচ্চারণ করে

যেটাকে সে বড় পুণ্যের কথা মনে করে না, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এরই বিনিময়ে ক্বিয়ামত পর্যন্ত স্বীয় সন্তুষ্টি তার জন্য লিখে দেন। পক্ষান্তরে সে কোন সময় আল্লাহর অসন্তুষ্টির এমন কথা উচ্চারণ করে যেটাকে সে তেমন কোন বড় গোনাহের কথা বলে মনে করে না, কিন্তু এরই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত তার জন্য স্বীয় অসন্তুষ্টি লিখে দেন।

আলক্বামা ﷺ বলতেন, বিলাল ইবনুল হারিস আল-মুযানী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত এই হাদীসটির শিক্ষা আমাকে বহু কথা হতে বিরত রেখেছে।"[১]

অপরদিকে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ [الحجرات: ١١]

"হে মুমিনগণ! কোন সম্প্রদায় (পুরুষ) যেন অপর কোন সম্প্রদায়কে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারীও যেন অপর কোন নারীকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারীনি অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। আর তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করোনা এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামেও ডেকো না; ঈমানের পর মন্দ নাম অতি মন্দ। যারা তাওবা করে ফিরে না আসে তারাই যালিম।"[২]

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন, فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى [النجم: ٣٢] "অতএব তোমরা নিজেদের আত্মপ্রশংসা করো না, তিনিই (আল্লাহ্) অধিক জানেন প্রকৃত মুত্তাকী কে।"[৩]

---

১. মুসনাদ আহমাদ, হা/১৫২৯১।
২. সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ১১।
৩. সূরা আন-নাজ্ম, আয়াত ৩২।

(৪) মর্যাদায় সমপর্যায়ে পৌঁছলে অহংকার প্রকাশ পায় :

শ্রেণী, পেশা ও স্তরভেদে কোন ব্যক্তি যখন মান-সম্মান, শিক্ষা-দীক্ষা ও ধন-সম্পদে সম পর্যায়ে পৌঁছে যায় কিংবা অগ্রগামী হয়ে যায়, তখন নিজের শিক্ষা, জ্ঞান-গরীমা ও আত্মঅহংকার এবং গৌরব প্রকাশের জন্য সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে মানুষকে তুচ্ছ ভেবে নিজের বড়ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য প্রকাশ করতে গিয়ে অন্যের গীবতে লিপ্ত হয়। এরূপ অবস্থা অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত মানুষের মধ্যে বেশী পরিলক্ষিত হয়। এমনকি আলেম-ওলামার মাঝেও এই ব্যাধি দেখা যায়। অতএব এরূপ ব্যক্তি যেমন গীবতে লিপ্ত হলো তেমনিভাবে নিজেকে অহংকারী হিসাবেও প্রকাশ করল অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে এ দু'টিই মারাত্মক অন্যায়। রাসূল ﷺ-এর ভাষায় অহংকার হল, الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ. "সত্যকে প্রত্যাখ্যান ও মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করা।"[১]

অতএব অন্যের শিক্ষা-দীক্ষা ও মান-সম্মান এর বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করা হলো এবং অপরদিকে তাকে তুচ্ছ জ্ঞানও করা হলো। এরূপ অহংকার ও গৌরব করা কোন মুমিনের জন্য শোভা পায় না। কেননা এটা শয়তানের বৈশিষ্ট্য। ইবলীস শয়তান নিজেকে আদম عليه السلام-এর চেয়েও শ্রেষ্ঠ মনে করে অহংকার করার কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা তাকে চির অভিশপ্ত করেন। আসল গৌরব ও অহংকারের মালিক হচ্ছেন কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। অন্য এক হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে,

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِيْ وَالْعَظَمَةُ إِزَارِيْ فَمَنْ نَازَعَنِيْ وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মহান আল্লাহ্ বলেন, "অহংকার হচ্ছে আমার চাদর এবং মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব আমার লুঙ্গি। অতএব এ দু'টির মধ্য হতে যদি

---

১. সহীহ্ মুসলিম, 'আল-ঈমান' অধ্যায়, 'তাহরীমুল কিব্‌র ওয়া বায়ানিহি' অনুচ্ছেদ হা/১৩১।

কেউ একটিও ছিনিয়ে নেয় তাহলে আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।"[১]

পরিত্রাণের উপায় :

এরূপ অহংকার ও হিংসা মানুষের জন্য চরম ব্যাধি এবং আল্লাহর নাফরমানীর অন্যতম প্রধান ধাপ, যা মানুষকে কুফরীর দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। অতএব এর ভয়াবহ পরিণতির কথা সর্বদা চোখের সামনে রাখতে হবে। এর অশুভ পরিণতির কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ .

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার রয়েছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[২]

অপর এক হাদীসে এসেছে, রাসূল ﷺ বলেন,

يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِيْ صُوَرِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمْ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَيُسَاقُوْنَ إِلَى سِجْنٍ فِيْ جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُوْلَسَ تَعْلُوْهُمْ نَارُ الْأَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِيْنَةَ الْخَبَالِ.

"ক্বিয়ামত দিবসে অহংকারীদেরকে ছোট্ট পিঁপড়ার ন্যায় মানুষের আকৃতিতে একত্রিত করা হবে। তাদেরকে চতুর্দিক থেকে অপমান ও লাঞ্ছনা ছেয়ে ফেলবে। তাদেরকে জাহান্নামের "বুলাস" নামক একটি জেলখানার দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, আগুন তাদেরকে গ্রাস করবে, জাহান্নামবাসীদের গলিত রক্ত ও পুঁজ তাদেরকে পান করানো হবে।"[৩]

---

১. আবু দাউদ, 'আল-লিবাস' অধ্যায়, 'মা জায়া ফিল কিব্‌র' অনুচ্ছেদ, হা/৩৫৬৭।
২. সহীহ্ মুসলিম, 'আল-ঈমান' অধ্যায়, 'তাহরীমুল কিব্‌র ও বায়ানিহি' অনুচ্ছেদ, হা/ ১৩১, ১৩৩; তিরমিযী, 'আল-বির্‌র ওয়াসসিলাহ্...' অধ্যায়, 'মা জাআ ফিল কিব্‌র' অনুচ্ছেদ।
৩. তিরমিযী, 'সিফাতুল কিয়ামাহ' অধ্যায়, 'মা জাআ ফি সিফাতি আওয়ানিল হাউয' অনুচ্ছেদ হা/২৪১৬, বঙ্গানুবাদ তিরমিযী, (ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৭ ইং), হা/২৪৩৩, ২৪১৬; মুসনাদ আহমাদ, হা/৬৩৯০।

অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল ﷺ বলেন,

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ يَمْشِيْ فِيْ بُرْدَيْهِ قَدْ أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ فَخَسَفَ اللّٰهُ بِهِ الأَرْضَ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

"এমন এক ব্যক্তি ছিল যে দু'টি উন্নত পোষাক পরিধান করে চলত এবং এই পোষাকের কারণে অহমিকা বশতঃ সে নিজকে অনেক বড় মনে করত। এই অহংকারের ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে যমীনে তলিয়ে দেন, ক্বিয়ামত পর্যন্ত সে তলিয়ে যেতেই থাকবে।"[১]

অতএব এ ধরনের জঘন্য অভ্যাস বর্জন করে আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে নিজেকে মুক্ত করা অবশ্যই ঈমানী দায়িত্ব এবং প্রতিটি মুমিনের অবশ্য কর্তব্য।

(৫) লোক হাসানোর জন্য মিথ্যা কেছ্ছা বর্ণনা :

সমাজে এমন বহু লোক দেখা যায়, যারা মানুষকে হাসানোর উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি কেন্দ্রিক এমন বানোয়াট উদ্ভট কেছ্ছা কাহিনী বর্ণনা করতে থাকে যে, ঐ ব্যক্তির সাথে সে কাহিনীর কোনই সম্পর্ক নেই। সে কাহিনী সুনামের হোক কিংবা কলংকের হোক তাতে কিছু আসে যায় না। বরং লক্ষ্যনীয় বিষয় হচ্ছে, হাসানোর উদ্দেশ্যে মিথ্যা বর্ণনা করা। এখানেই শেষ নয়; বরং কোন ব্যক্তি কেন্দ্রিক গল্প ও নাটকের নামে এর চাইতেও মারাত্মকভাবে রেডিও-টেলিভিশনসহ বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে। আসলে সে হাসি-তামাশা করতে গিয়ে স্পষ্ট গীবতে লিপ্ত হয়ে গেল। অতএব এ ব্যাপারে হুঁশিয়ার হওয়া দরকার।

পরিত্রাণের উপায় :

এ থেকে বাঁচার উপায় হিসাবে আমরা শুধুমাত্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চরম হুঁশিয়ারী বাণী শুনিয়ে দিতে পারি।

---

১. সহীহ্ মুসলিম, 'আল-লিবাস ওয়ায্ যিনাহ' অধ্যায়, 'তাহরীমুত্ তাবাখতুর ফিল মাশিএ' অনুচ্ছেদ, হা/৩৮৯৫।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল ﷺ বলেন, وَيْلٌ لِلَّذِيْ يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ. "যে ব্যক্তি লোক হাসানোর উদ্দেশ্যে মিথ্যা বর্ণনা করে সে ব্যক্তির জন্য পরকালে তার শাস্তির স্থান হবে জাহান্নামের 'ওয়ায়েল' নামক এলাকায়, তার জন্যই ওয়ায়েল, তার জন্যই ওয়ায়েল।"[১]

(৬) অন্যের প্রতি কুধারণা :

মানুষ সাধারণতঃ কোন ব্যক্তির গতিবিধি লক্ষ্য করেই তার প্রতি প্রথমতঃ কু-ধারণা করে অতঃপর ঐ ধারণার উপর ভর করেই সন্দেহমূলকভাবে তার নাম উল্লেখ করে অহেতুক কোন সমালোচনা করতে গিয়ে গীবতে লিপ্ত হয়ে যায়। আসলে হয়তো সে ব্যক্তি উক্ত দোষ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। অথবা ধারণার বশবর্তী হয়ে অন্যের উপর মিথ্যারোপ করে। ফলে একই সাথে দুই অপরাধে লিপ্ত হয়ে যায়, কু-ধারণা এবং মিথ্যারোপ। অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে এদু'টিই মহা অন্যায়। হাদীসে এসেছে, আবু হুরায়রাহ্ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ বলেন, إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ. "তোমরা ধারণা করার বিষয়ে সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করবে, কেননা ধারণা করে যা বলা হয় তাই অধিক বড় মিথ্যা।"[২] আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوْا

"হে মুমিনগণ! তোমরা বেশী বেশী ধারণা করা থেকে বিরত থাকো, নিশ্চয়ই কিছু কিছু ধারণা গোনাহ। আর তোমরা গোপন তথ্য তালাশ করে বেড়িও না...।"[৩]

---

১. মুসনাদ আহমাদ, হা/২০০৬৭, ২০০৮৫; আবু দাউদ, 'আল-আদাব' অধ্যায়, 'আত-তাশদীদ ফিল কাযেব' অনুচ্ছেদ, হা/৪৯৯০; তিরমিযী, 'আয-যুহ্দ' অধ্যায়, 'ফিমান তাকাল্লামা বিকালিমাতিন ইউযহিকু বিহান্নাসা' অনুচ্ছেদ, হা/২২৩৭, ২৩১৫; হাদীসটিকে শায়খ আলবানী 'হাসান' বলেছেন। দ্র. সহীহ্ ও যঈফ আবি দাউদ, হা/৪৯৯০।

২. সহীহ্ বুখারী, 'কিতাবুল আদাব', 'মা ইউনহা আনিত তাহাসুদে ওয়াত তাদাবুরে' অনুচ্ছেদ, হা/৫৬০৪; সহীহ্ মুসলিম, 'আল-বির্র ওয়াস্ সিলাহ' অধ্যায়, 'ধারণা করা হারাম' অনুচ্ছেদ, হা/৪৬৪৬।

৩. সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ১২।

অথবা এরূপ বলা যে, অমুক ব্যক্তিও তো আমার সাথে উক্ত কাজে জড়িত ছিল। হতে পারে সে তার দাবীতে সত্যবাদী কিন্তু নাম উল্লেখ করার কারণে গীবতে পরিণত হয়ে গেল। আসলে তার উচিৎ ছিল নিজের ওযর পেশ করা, অন্যের নাম উল্লেখ না করা। অনুরূপভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাগ প্রকাশ করা। যেমন কোন ব্যক্তি যদি কোন গর্হিত কাজ করেই বসে তাহলে ঘৃণা প্রকাশ করতে গিয়ে ঐ অপরাধীর নামসহ অন্যায়টি বর্ণনা করা। আসলে অন্যায়কারীর নাম গোপন রেখে শুধু অন্যায়টি উল্লেখ করা উচিৎ তবে যদি নাম উল্লেখ করা নিতান্তই জরুরী হয়ে পড়ে তাহলে তা ভিন্ন পর্যায়ে পড়বে।

গীবতের পূর্বের দু'টি স্তর :

গীবতের মত হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার আগে আরো দু'টি ঘৃণিত ও নিন্দনীয় স্তর পাড়ি দিতে হয়। (এক) কু-ধারণা (দুই) গোয়েন্দাগীরি।

মানুষ সাধারণতঃ কারো ব্যাপারে প্রথমে একটু ধারণা করে, তারপর সেই ধারণাকে কু-ধারণায় পরিণত করে, অতঃপর সেই কু-ধারণাকে সম্বল করে গোপনীয় বিষয় তালাশ করতে থাকে অর্থাৎ গোয়েন্দাগিরি করতে থাকে। অতঃপর তার ধারণা অনুযায়ী কিয়দাংশ অনুকূলে পেলেই তাই নিয়ে অবশেষে গীবতের মত জঘন্য হারামের দরজায় প্রবেশ করে। উল্লেখিত তিনটি বিষয়ের প্রতি মহান আল্লাহ্ চরম হুঁশিয়ারী উল্লেখ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ [الحجرات: ١٢]

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিক ধারণা করা হতে বিরত থাক। কেননা কিছু কিছু ধারণা হচ্ছে গোনাহ্। আর ধারণার বশবর্তী হয়ে গোয়েন্দাগিরী করো না এবং তোমরা একে অপরের পিছনে গীবত ও পরনিন্দা করো

না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে চাইবে? বস্তুত তোমরা তো এটাকে ঘৃণ্যই মনে করবে। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; আল্লাহ্ তাওবা কবুলকারী পরম দয়ালু"।[১]

পরিত্রাণের উপায় :

প্রত্যেক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কথা ও কর্মের হিসাব ও জবাবদিহিতার ভয় সর্বদা অন্তরে রাখতে হবে। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً [الإسراء: ٣٦]

"যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না। অর্থাৎ অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় এদের প্রত্যকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"[২]

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ [ق: ١٨]

"সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই গ্রহণ করার জন্যে তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে।"[৩]

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِيْ حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

---

১. সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ১২।
২. সূরা বাণী ইসরাঈল, আয়াত ৩৬।
৩. সূরা কাফ, আয়াত ১৮।

"এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। অতএব তার প্রতি কোন ধরনের অত্যাচার করবে না এবং তাকে কারো নিকট সোপর্দও করে দিবে না। আর যে ব্যক্তি অন্য ভাইয়ের প্রয়োজন মেটায় আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রয়োজন মেটান এবং যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের একটি বিপদ দূর করে, ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা তার বিপদ সমূহ হতে একটি বিপদ দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ক্রটি গোপন করে আল্লাহ্ তা'আলা ক্বিয়ামত দিবসে তারও দোষ-ক্রটি গোপন করবেন।"[১]

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ [الزلزلة: ٧ – ٨].

"অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা সে দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও সে দেখতে পাবে।"[২]

(৭) অধিক অবসর ও বেকারত্ব :

অর্থ-সম্পদ, বেকারত্ব ও যৌবনকাল মানুষকে যেকোন ধরনের ধ্বংসের প্রতি পরিচালিত করে। মানুষের যখন কোন কাজ-কারবার ও কর্ম ব্যস্ততা না থাকে, তখনই সে বেকার হয়ে পড়ে। ফলে ঐ বেকার সময় অতিবাহিত করার জন্য চলে যায় লোকমাঝে, ক্লাবে, রাস্তার মোড়ে কিংবা চা ষ্টলে। সেখানে যেহেতু তার নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নেই সেহেতু বসে থাকতে থাকতে এক পর্যায়ে মুখরোচক গল্প শুরু করে দেয় এবং মানুষের দোষ-গুণ খুব চমৎকারভাবে পেশ করতে থাকে। আর উপস্থিত জনগণও তার কথাকে হট কেকের মত গ্রাস করতে থাকে। অনুরূপভাবে মহিলারাও কোথাও সমবেত হলেই বল্গাহীনভাবে বিভিন্নমুখী পরনিন্দায় লিপ্ত হয়ে যায়, আর বলে, আমি শুধু তোমাকেই বলছি তুমি আর কাউকে

---

১. সহীহ্ বুখারী, 'আল-মাযালেম ওয়াল গাস্‌ব' অধ্যায়, 'লা ইয়াযলিমুল মুসলিমু আল-মুসলিমা' অনুচ্ছেদ, হা/২৩১০; সহীহ্ মুসলিম, 'আল-বির্‌র ওয়াস সিলাহ্' অধ্যায়, 'তাহরীমুয্ যুলমি' অনুচ্ছেদ, হা/২৫৮০।
২. সূরা যিলযাল, আয়াত ৭-৮।

বলো না। এভাবে সবাইকে বলে থাকে। এরূপ অবস্থায় বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই গীবতকারীর শামিল। এসব কারণেই ইসলাম ধর্মে মানুষকে কর্মব্যস্ত থেকে হালাল পন্থায় জীবন অতিবাহিত করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে; যেন জীবনের মূল্যবান সময়কে ভাল ও কল্যাণকর কাজে ব্যবহার করতে পারে এবং গীবত চর্চা থেকেও নিজেকে হেফাযত করতে পারে।

পরিত্রাণের উপায় :

প্রতিটি মানুষের খুব গভীরভাবে খেয়াল করা দরকার যে, এ জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ড ও প্রতিটি মুহূর্তের হিসাব দিতে হবে মহান আল্লাহর দরবারে। অতএব নিজ নিজ স্তর অনুযায়ী প্রতিটি মুহূর্তকে সঠিক ইল্‌ম অর্জন ও জ্ঞান চর্চার এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত ও রাসূল ﷺ প্রদর্শিত পন্থায় সার্বিক জীবন পরিচালনার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য প্রকাশের কাজে নিয়োজিত করতে হবে। কেননা এসব বিষয়ে পরকালে অবশ্যই জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে। রাসূল ﷺ বলেন,

لاَ تَزُوْلُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيْمَ أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيْمَ أَبْلاَهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ .

"ক্বিয়ামতের দিন পাঁচটি প্রশ্নের জবাব না দেওয়া পর্যন্ত কোন আদম সন্তান তার রবের (আল্লাহ্‌র) নিকট হতে এক কদম চলতে পারবে না। যথা- তার পূর্ণ জীবন কোন পথে শেষ করেছে, তার যৌবন কোন পথে ব্যায় করেছে, তার ধন-সম্পদ কোন পথে উপার্জন করেছে, ঐ সম্পদ কোন পথে ব্যয় করেছে এবং যে ইল্‌ম অর্জন করেছিল সেই ইল্‌ম অনুযায়ী কি আমল করেছে?"[১]

১. তিরমিযী, 'সিফাতুল কিয়ামাহ' অধ্যায়, 'মা জাআ ফি শা'নিল হিসাবে ওয়াল কিসাস' অনুচ্ছেদ, হা/২৪১৬।

অপর হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন,

نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ.

"অধিকাংশ মানুষ দু'টি নেয়ামতে ধোঁকা খেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, শারীরিক সুস্থতা আর অপরটি অবসর।"[১] অর্থাৎ শারীরিক সুস্থতা ও অবসর সময়কে যথোপযুক্ত কাজে ব্যবহার না করার কারণেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

রাসূল ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে নসীহত পূর্বক বলেন,

اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ : شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفِرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ ».

"পাঁচটি জিনিস আসার পূর্বে পাঁচটি জিনিসকে মূল্যায়ন করবে। যথা- বার্ধক্য আসার পূর্বে তোমার যৌবনকে মূল্যায়ন করবে অর্থাৎ কাজে লাগাবে। অসুস্থ হওয়ার পূর্বেই তোমার সুস্থতাকে মূল্যায়ন করবে, দরিদ্রতা আসার পূর্বেই তোমার সচ্ছলতাকে মূল্যায়ন করবে, ব্যস্ততা আসার পূর্বেই তোমার অবসর সময়কে মূল্যায়ন করবে এবং তোমার মৃত্যু আসার পূর্বেই তুমি তোমার জীবনকে মূল্যায়ন করবে।"[২]

(৮) ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নৈকট্য লাভের আশা :

অফিস-আদালত, কল-কারখানা কিংবা অন্য কোন কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কিংবা মালিক পক্ষের নিকট নিজের সুনাম অর্জনের জন্য অথবা প্রোমোশন বা পদোন্নতি ও বেতন বৃদ্ধির আশায় মাধ্যম হিসাবে অন্য

---

১. সহীহ্ বুখারী, 'আর-রাকায়েক' অধ্যায়, 'লা আয়শা ইল্লা আয়শাল আখেরাহ' অনুচ্ছেদ, হা/৬০৪৯; মুসনাদ আহমাদ, হা/৩০৩৮; তিরমিযী, হা/২৩০৪।

২. মুসতাদরাক হাকেম, 'আর-রাকায়েক' অধ্যায়, হা/৭৯৫৭, ইমাম হাকেম উদ্ধৃত করেন এবং বলেন, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীসটি সহীহ্। শায়খ আলবানী তাঁর সহীহ্ তারগীব ও তারহীবে এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। দ্র. ঐ, 'আত-তারগীব ফিত তাওবাহ' অধ্যায়, হা/৩৩৫৫।

কর্মচারী বা সহকর্মীর দোষ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কিংবা মালিক পক্ষের নিকট বর্ণনা করা এবং এর উপরই পদমর্যাদা বা ভাতা বৃদ্ধির ভরসা করা। এতে ঐ ব্যক্তি যেমন স্পষ্ট গীবতে লিপ্ত হলো ঠিক তেমনিভাবে গায়রুল্লাহর উপরও ভরসা করল। শরী'আতের দৃষ্টিতে দু'টিই মারাত্মক অপরাধ। অথচ মুমিনদের ভরসার স্থল হলো একমাত্র আল্লাহ্।

পরিত্রাণের উপায় :

সর্বপ্রথম ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি গভীর বিশ্বাসী হতে হবে। আরও স্মরণ রাখতে হবে যে, ভাল-মন্দ, দুঃখ-কষ্ট, মান-সম্মান ও ধন-দৌলতের সমৃদ্ধি কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির মাধ্যমেই আসে কোন মানুষের সন্তুষ্টিতে নয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِيْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ [الزمر: ٣٨] .

"বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, আল্লাহ্ যদি আমার অনিষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তবে তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে আহ্বান কর তারা কি সেই অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি রহমত করতে চাইলে, তারা কি সেই রহমত রোধ করতে পারবে? বলুন, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, নির্ভরকারীগণ আল্লাহর উপরই নির্ভর করে।"[১]

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِيْ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تُوْلِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ

১. সূরা আল-যুমার, আয়াত ৩৮।

وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ [آل عمران: ٢٦ – ٢٧].

“বলুন, হে আল্লাহ্! তুমিই তো সার্বভৌম শক্তির অধিকারী, তুমি যাকে ইচ্ছা তাকে রাজ্য ও ক্ষমতা দান কর এবং যাকে ইচ্ছা রাজ্য ও ক্ষমতা ছিনিয়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা সম্মানী ও পরাক্রমশালী কর, আর যাকে ইচ্ছা হীন ও অপমানিত কর, তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। তুমি রাতকে দিনের ভেতরে প্রবেশ করাও এবং দিনকে রাতের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দাও। আর তুমিই জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করে আনো এবং মৃতকে জীবিতের ভেতর থেকে বের করো। অর্থাৎ মৃত হতে জীবের আবির্ভাব ঘটাও আবার জীবন্ত হতে মৃতের আবির্ভাব ঘটাও এবং তুমিই যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক তথা জীবনোপকরণ দান করো।”[১] আল্লাহ্ তা‘আলা আরও বলেন,

وَلاَ تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لاَ يَنْفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِّنَ الظَّالِمِيْنَ، وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ يُصِيْبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ [يونس: ١٠٦ – ١٠٧]

“আর আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাউকে আহ্বান করবে না, যে তোমার ভালও করতে পারে না এবং মন্দও করতে পারে না। বস্তুতঃ তুমি যদি এমন কাজ কর, তাহলে তখন তুমিও যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। আর আল্লাহ্ যদি তোমার উপর কোন কষ্ট আরোপ করেন তাহলে তিনি ব্যতীত তা খণ্ডন করার মত আর কেউ নেই। পক্ষান্তরে যদি তিনি কিছু কল্যাণ দান করেন, তবে তার মেহেরবানীকে রহিত করার মতও কেউ নেই। স্বীয় বান্দাদের মধ্যে তিনি যার প্রতি অনুগ্রহ দান করতে চান

১. সূরা আলে ইমরান, আয়াত ২৬-২৭।

তাকেই দান করেন। বস্তুত তিনিই ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।"[১] এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিতবহ বহু আয়াত কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে ।

এ ছাড়াও হাদীসে এসেছে রাসূল ﷺ বলেন,

مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللّٰهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللّٰهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللّٰهِ وَكَلَهُ اللّٰهُ إِلَى النَّاسِ .

"যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুষ্টিতেও আল্লাহর সন্তুষ্টি তালাশ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য সার্বিক বিষয়ে যথেষ্ট হয়ে যান। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষের সন্তুষ্টি তালাশ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মানুষের প্রতিই নির্ভরশীল করে দেন।"[২]

রাসূল ﷺ বলেন,

وَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللّٰهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوْا عَلَى أَنْ يَضُرُّوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ.

"তুমি যখন কিছু চাইবে তখন আল্লাহর কাছেই চাইবে, আর যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে তখন কেবলমাত্র আল্লাহর নিকটেই সাহায্য কামনা করবে। আর জেনে রেখো! উম্মতের সমস্ত লোক যদি তোমার উপকার করার জন্য সমবেত হয়, তবুও তারা আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন তা ব্যতীত কোনই উপকার করতে সক্ষম হবে না। অনুরূপভাবে তারা যদি তোমার কোন ক্ষতি করার জন্য সমবেত হয়, তাহলেও আল্লাহ্ যা নির্ধারণ করে রেখেছেন তার অতিরিক্ত কোন ক্ষতি করতে পারবে না।"[৩] মহান আল্লাহ্

---

১. সূরা ইউনুস, আয়াত ১০৬-১০৭।
২. তিরমিযী, 'আয-যুহ্দ' অধ্যায়, 'মা জাআ ফি হিফযিল লিসান' অনুচ্ছেদ, হা/২৪১৪, ২৩৩৮।
৩. তিরমিযী, 'সিফাতুল কিয়ামাহ্ ওয়ার রাকায়েক' অধ্যায়, 'মা জাআ ফি সিফাতে আওয়ানিল হাউয'

আরো বলেন, [الفرقان: ٥٨] وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ “নির্ভর কর সেই সত্তার উপর যিনি চিরঞ্জীব, যিনি মরবেন না”।[১]

সুতরাং সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ভরসা রেখে তাঁর নিকটই সকল প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করতে হবে এবং সেই সাথে গীবত চর্চাও বন্ধ করতে হবে।

(৯) নিজের ত্রুটির প্রতি নজর না দেয়া :

সর্বদা নিজকে অনেক বড় ও দোষ-ত্রুটি মুক্ত ভেবে অন্যের ত্রুটির সমালোচনায় লিপ্ত হওয়া। নিজের ত্রুটির প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা। যেমন হাদীছে এসেছে, রাসূল ﷺ বলেন,

يَبْصُرُ أَحَدُكُمْ الْقَذَاةَ فِيْ عَيْنِ أَخِيْهِ، وَيَنْسَى الْجِذْعَ فِيْ عَيْنِهِ.

“তোমাদের অনেকেই অন্যের চোখের সামান্য খড়-কুটা দেখতে পায়, কিন্তু নিজের চোখের উটও দেখতে পায় না।”[২] অর্থাৎ অন্যের সামান্য ত্রুটিকে অনেক বড় দেখে আর নিজের মারাত্মক ত্রুটিকেও খুবই সামান্য ত্রুটি বলে মনে করে। এমনকি অনেক সময় ত্রুটি হিসাবে গণ্যই করে না। ফলে সে অন্যের ত্রুটি নিয়ে গীবতে লিপ্ত হয়।

পরিত্রাণের উপায় :

অন্যের ত্রুটি তালাশ না করে বরং আল্লাহ্‌র আযাবের ভয় অন্তরে রেখে নিজের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সার্বিক দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করার আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। অতঃপর সেই ভুল-ত্রুটি সংশোধনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টাও অব্যাহত রাখতে হবে। সেই সাথে লজ্জা-শরমও করতে হবে যে, নিজে দোষ-ত্রুটির অধিকারী হয়ে অন্যের ত্রুটি কিভাবে গর্বের সাথে বর্ণনা করে বেড়াব?

অনুচ্ছেদ, হা/২৪৪০; মুসনাদ আহমাদ, হা/২৬৬৬।

১. সূরা ফুরকান, আয়াত ৫৮।

২. সহীহ্ ইবনে হিব্বান, 'আল-খাতার ওয়াল ইবাহাহ' অধ্যায়, 'আল-গীবাত' অনুচ্ছেদ, হা/৫৭৬১।

রাসূল ﷺ বলেন,

لَوْ لَمْ تَكُوْنُوْا تُذْنِبُوْنَ خَشِيْتُ عَلَيْكُمْ مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ: اَلْعُجْبُ.

"তোমরা যদি গোনাহ্ নাও কর তবুও আমি তোমাদের উপর এর চাইতেও বড় বিষয়ে পতিত হওয়ার আশংকা করি, তা হলো অহমিকা।"[১]

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ [لقمان: ١٨].

"অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কোন উদ্ধত, অহংকারীকে পছন্দ করেন না।"[২]

অতএব আল্লাহর আযাব থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য সকল প্রকার অহংকার বর্জন করে গীবত মুক্ত জীবন যাপনের জন্য সার্বিক প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে। আল্লাহ্ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন।

গীবত ও নামীমাহর ভয়াবহ পরিণতি

গীবত ও নামীমাহ্র মত জঘন্য ও ঘৃণ্যতম অপরাধে লিপ্ত হওয়ার ফলে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ভালবাসা নষ্ট এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়, বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতা হ্রাস পায়, সাহায্য-সহযোগিতার মনোভাব হারিয়ে যায়, মিথ্যা ও কপটতা বৃদ্ধি পায়, মুসলিম ঐক্যে ফাটল ধরে, সামাজিক শান্তি ও শৃংখলা বিঘ্নিত হয়। ফলে সমাজে দুরাচার ও অনাচার বিস্তৃত হয় এবং শান্তি ও নিরাপত্তা লোপ পায়। শুধু এখানেই সীমিত নয়; বরং এই চরিত্রের অধিকারীগণ নিঃসন্দেহে পরকালে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও কঠিন শাস্তির সম্মুখীনও হবেন।

---

১. শায়খ আলবানী (রহ্ঃ) হাদীছটিকে হাসান বলেছেন। দ্র. সিলসিলা সহীহাহ্, অধ্যায় নং ৬৫৮, ২/২৬৩।

২. সূরা লুকমান, আয়াত ১৮।

গীবত ও নামীমাহ্‌র ভয়াবহ পরিণতির বিবরণ পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ হাদীসে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ [الهمزة: ١].

"যারা পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের অধিক নিন্দা করে একের কথা অন্যের নিকট লাগিয়ে বেড়ায় তাদের প্রত্যেকের জন্যই দুর্ভোগ ও কঠিন শাস্তি"।[১] আর এই পরনিন্দা যেমন কথা ও কলমের মাধ্যমে হয়ে থাকে, ঠিক তেমনিভাবে কর্ম ও অঙ্গভঙ্গির দ্বারাও হতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন,

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ [القلم: ١٠- ١١] .

"যে অধিক শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, আপনি তার আনুগত্য করবেন না। যে পশ্চাতে নিন্দা করে, একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ায়।"[২]

(১) কবরে শাস্তি ভোগ :

ইমাম বুখারী তার 'আল-আদাবুল মুফরাদ' নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেন,

عن جابر بن عبد الله قال : كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَى عَلَى قَبْرَيْنِ يُعَذَّبُ صَاحِبَاهُمَا، فَقَالَ : إِنَّهُمَا لاَ يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ، وَبَلَى، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَغْتَابُ النَّاسَ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لاَ يَتَأَذَّى مِنَ الْبَوْلِ.

জাবের ইবনু আবদুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একদা রাসূল ﷺ-এর সাথে ছিলাম, অতঃপর এমন দুই কবরের নিকট আসলেন যে দুই কবরবাসীকে আযাব দেয়া হচ্ছিল, অতঃপর তিনি বললেন, এই

১. সূরা আল-হুমাযাহ, আয়াত ১।
২. সূরা আল-কালাম, আয়াত ১০-১১।

দুই কবরবাসীকে আযাব দেয়া হচ্ছে। তবে তাদের ধারণা অনুযায়ী কবীরাহ্ গোনাহের কারণে আযাব দেয়া হচ্ছে না। কিন্তু তা মূলতঃ কবীরাহ্ গোনাহ্ ছিল। তাদের মধ্যে একজন মানুষের গীবত করে বেড়াত আর অপর জন পেশাব নিজের গায়ে ছিটে পড়াকে অপছন্দ করত না বা এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করত না।"[১]

অনুরূপভাবে ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ্ 'আল-বুখারীতে' "গীবত" অনুচ্ছেদে এবং 'আল-আদাব' অধ্যায়ে এই আয়াতের

وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ [الحجرات: ١٢]

"তোমরা একে অপরের পিছনে গীবত ও পরনিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে চাইবে? বস্তুত তোমরা তো এটাকে ঘৃণ্যই মনে করবে।"[২] ব্যাখ্যায় গীবত ও নামীমাহ্কে এক পর্যায়ভুক্ত করে গীবতকেও কবরে আযাব ভোগের কারণ হিসাবে হাদীস উল্লেখ করেন।[৩]

অন্য হাদীসে গীবতকে কবর আযাবের কারণ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে,

عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِيْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ مَنْ يَأْتِينِيْ بِجَرِيْدَةِ نَخْلٍ قَالَ فَاسْتَبَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ آخَرُ فَجِئْنَا بِعَسِيْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ فَجَعَلَ عَلَى هَذَا وَاحِدَةً وَعَلَى هَذَا وَاحِدَةً ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ سَيُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا كَانَ فِيْهِمَا مِنْ بُلُولَتِهِمَا شَيْءٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ فِي الْغِيْبَةِ وَالْبَوْلِ.

১. আল-আদাবুল মুফরাদ, 'আল-গীবত' অনুচ্ছেদ, হা/৭৩৫, হাদীছ ছহীহ: আবু দাউদ, হা/২০।
২. সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ১২।
৩. সহীহ্ আল-বুখারী, 'আল-আদাব' অধ্যায়, 'আল-গীবত' অনুচ্ছেদ, হা/৫৫৯২।

আবু বাকরাহ্ ﷺ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি একদা রাসূল ﷺ-এর সাথে চলছিলাম। অতঃপর তিনি দুই কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন এবং বলেন, কে এমন আছো যে, আমাকে খেজুরের একটি তাজা ডাল এনে দিবে? ফলে আমি ও অপর এক ব্যক্তি দৌড়ে গিয়ে একটি খেজুরের ডাল এনে দিলাম। তিনি ঐ ডালটি মাঝ বরাবর ফেঁড়ে দ্বিখণ্ডিত করলেন এবং ঐ দুই কবরের উপর দুই অংশ রেখে দিলেন এবং বললেন, "এই ডাল দু'টি যতক্ষণ কাঁচা থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই কবরবাসীর আযাব হালকা করা হবে। অতঃপর বললেন, গীবতে লিপ্ত হওয়ার কারণে এবং পেশাবে সতর্কতা অবলম্বন না করার কারণে তাদের কবরে আযাব হচ্ছে।"[১]

নামীমাহ্ প্রসঙ্গেও বহুল প্রসিদ্ধ হাদীস,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ الْبَوْلِ وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ .

একদা নবী করীম ﷺ দুই কবরের পাশে দিয়ে অতিক্রমকালে বলেন, "এই দুই কবরবাসীকে আযাব দেয়া হচ্ছে তবে তাদের ধারণা অনুযায়ী কবীরা গোনাহের কারণে নয়। আযাবের কারণ হিসাবে তিনি উল্লেখ করেন যে, তাদের মধ্যে একজন পেশাবের সময় সতর্কতা অবলম্বন করত না। অর্থাৎ পেশাব করার সময় নিজ শরীরে ছিটে আসত কিন্তু এ ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করত না। আর দ্বিতীয়জন একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়াত অর্থাৎ চুগলখোরী করত।"[২]

(২) পরকালে শাস্তি ভোগ :

রাসূল ﷺ যখন মে'রাজে গমন করেন তখন জিবরীল ফেরেশ্‌তা তাঁকে জান্নাত ও জাহান্নামবাসীদের অবস্থা দেখিয়ে নিয়ে আসেন। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখযোগ্য।

---

১. মুসনাদ আহমাদ, হা/১৯৫১৬।
২. সহীহ্ বুখারী, 'আল-আদাব' অধ্যায়, 'গীবত' অনুচ্ছেদ, হা/২১১, ৫৫৯২, ১২৭৩; সহীহ্ মুসলিম, 'আত-তাহারাহ' অধ্যায়, 'আদ-দালীলু আলা নাজাসাতিল বাওলি ওয়া উজুবিল ইস্তিবরা মিনহু' অনুচ্ছেদ, হা/৪৩৯।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمُشُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَصُدُوْرَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هٰؤُلَاءِ يَا جِبْرِيْلُ قَالَ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسِ وَيَقَعُوْنَ فِيْ أَعْرَاضِهِمْ.

আনাস বিন মালেক ﷺ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, "যখন আমাকে ঊর্ধ্বাকাশে (মেরাজে) নিয়ে যাওয়া হয় তখন আমি এমন এক দল লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করি যে, তারা তাদের হাতে পিতলের নখ দিয়ে নিজ চেহারা ও বুক আঁচড়াচ্ছে বা খামচাচ্ছে। আমি বললাম, হে জিবরীল! এরা কারা? জবাবে তিনি বললেন, এরা (মানুষের গীবত করে) মানুষের গোশ্‌ত ভক্ষণ করত এবং মানুষের মান-সম্মান ও ইজ্জত নষ্টের কাজে লিপ্ত হত।"[১]

(৩) জান্নাতে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত :

হাদীসে এসেছে, জনৈক ব্যক্তি একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়াত এ খবর বিশিষ্ট সাহাবী হুযায়ফা ﷺ-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন, سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ "আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, "চুগলখোর (অর্থাৎ একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ানো ব্যক্তি) জান্নাতে প্রবেশ করবে না"।[২] অর্থাৎ আড়ালে নিন্দা ও লাগানি-ভাঙ্গানি ব্যক্তি জান্নাতে যেতে পারবে না।

(৪) দুনিয়া ও আখেরাতে নিজের ত্রুটি প্রকাশ :

যে ব্যক্তি দুনিয়ায় গীবতের মাধ্যমে অন্য ভাইয়ের ত্রুটি প্রকাশ করে আল্লাহ্ তা'আলাও দুনিয়া ও আখেরাতে তার ত্রুটি প্রকাশ করে থাকেন।

---

১. মুসনাদ আহমাদ, হা/১২৮৬১; আবু দাউদ, 'আল-আদাব' অধ্যায়, 'গীবত' অনুচ্ছেদ, হা/৪২৩৫।
২. সহীহ্ মুসলিম, 'আল-ঈমান' অধ্যায়, 'বায়ানু গিলাযি তাহরীমুন্ নামীমাহ' অনুচ্ছেদ, হা/১৫১।

আসলে যেমন কর্ম তেমন ফল। সে যেমন অন্যের ত্রুটি বর্ণনা করে কষ্ট দিয়েছে, তেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তারও ত্রুটি প্রকাশ করে তাকে কষ্ট দিবেন। আর মহান আল্লাহ্ কারো প্রতি কোন প্রকার যুলুম করেন না।

এরূপ যুলুম করা হারাম। হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

إِنِّيْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِيْ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوا.

"আমি আমার নফসের উপর যুল্‌মকে হারাম করেছি এবং তোমাদের মধ্যেও যুল্‌মকে হারাম করেছি। অতএব তোমরা পরস্পর যুলুম করো না।"[১]

কোন মুসলিমের গীবত করলে কিংবা দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করে বেড়ালে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দুনিয়ায় লাঞ্ছিত করেন। রাসূল ﷺ বলেন,

وَلاَ تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعُ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعْ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِيْ بَيْتِهِ.

"তোমরা মুসলিমদের অযথা দোষ-ত্রুটি তালাশ করে বেড়িও না। কেননা যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি তালাশ করে মহান আল্লাহ্ও তার দোষ তালাশ করেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা যার ত্রুটি তালাশ করেন তাকে তার নিজ ঘরেও লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন।"[২]

অপর হাদীসে এসেছে, দুনিয়ায় কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখলে আল্লাহ্ তা'আলাও দুনিয়া ও পরকালে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখেন। রাসূল ﷺ বলেন,

---

১. সহীহ্ মুসলিম, 'আল-বির্‌র ওয়াসসিলাহ্ ওয়াল আদাব' অধ্যায়, 'তাহরীমুয্ যুল্‌ম' অনুচ্ছেদ, হা/৪৬৭৪।
২. আবু দাউদ, 'আল-আদাব' অধ্যায়, 'গীবত' অনুচ্ছেদ, হা/৪২৩৬; মুসনাদ আহমাদ, তিরমিযী।

مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا فِي الدُّنْيَا سَتَرَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

"যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কোন মুসলিমের দোষণীয় বিষয় গোপন রাখে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতে তার ত্রুটি গোপন করেন"।[১] এর বিপরীত অর্থ হল, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কোন মুসলিমের ত্রুটি গোপন করে না আল্লাহ্ তা'আলাও দুনিয়া ও আখেরাতে তার কোন ত্রুটি গোপন করেন না। অর্থাৎ উভয় জগতে সে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে। আল্লাহ্ আমাদেরকে এরূপ অবস্থা থেকে হেফাযত করুন।

(৫) অন্যের পাপের বোঝা নিজ ঘাড়ে চাপে :

পরনিন্দা ও গীবত করা নিঃসন্দেহে যুলুম ও অত্যাচারের শামিল। যার নিন্দা ও গীবত করা হয় সে-ই মূলতঃ অত্যাচারিত হয়। এরূপ যুলুম করা হারাম। এ ধরনের অত্যাচারীকে আল্লাহ্ মাফ করেন না, যতক্ষণ ঐ অত্যাচারিত বান্দা ক্ষমা না করে। আর দুনিয়ায় নিষ্পত্তি করতে না পারলে পরকালে নিজের নেকি তাকে দিয়ে ও তার গোনাহের বোঝা নিয়ে নিষ্পত্তি করতে হবে। রাসূল ﷺ বলেন,

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَخِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ.

"কেউ যদি কোন ভাইয়ের মান-সম্মান অথবা অন্য কিছু নষ্টের মাধ্যমে যুলুম করে থাকে, তাহলে সে যেন তা ঐদিন আসার পূর্বেই নিষ্পত্তি করে নেয়, যেইদিন তার কোন দীনার ও দিরহাম কিছুই থাকবে না। যদি তা দুনিয়ায় নিষ্পত্তি না করে তাহলে কিয়ামত দিবসে ঐ অত্যাচারের পরিমাণ অনুযায়ী তার সৎ আমল নিয়ে মাযলুমকে দেয়া হবে। আর যদি

১. মুসনাদ আহমাদ, হা/১৬৩৪৬।

কোন সৎ আমল না থাকে, তাহলে ঐ অত্যাচারিত ব্যক্তির গোনাহ্ নিয়ে তার কাঁধে চাপিয়ে দেয়া হবে।"[১]

(৬) সমাজে ভাঙ্গন ও হিংসা-বিদ্বেষ বিস্তার :

গীবত ও নামীমাহর মত জঘন্য অপরাধে লিপ্ত হওয়ার কারণে দুনিয়াতে শান্তিপূর্ণ মুসলিম সমাজের ঐক্যে ফাটল ধরে, পারস্পরিক সুসম্পর্ক নষ্ট হয়, হিংসা-বিদ্বেষ ও কলহ-দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পায়, শান্তি-শৃংখলা বিঘ্নিত হয়, একে অপরের প্রতি বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতা হারায় এবং নিজেদের অন্তরে শত্রুতা ও হিংসার বিষাক্ত বীজ রোপিত হয়। এসবই শান্তিপূর্ণ ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ [الحجرات: ١٠].

"নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা ভাইদের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর আর আল্লাহ্কে ভয় কর তাহলে সম্ভবত তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবে।"[২]

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى.

"একে অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শনে, সম্প্রীতি, ভালবাসা, মায়া-মমতায় এবং একের সাহায্যে অন্যের ছুটে আসায় ইমানদারগণকে তুমি একটি দেহের সমতুল্য দেখবে। দেহের কোন অঙ্গে ব্যথা হলে যেমন গোটা

---

১. সহীহ্ আল-বুখারী, 'আল-মাযালেম ওয়াল গাস্‌ব' অধ্যায়, 'মান কানাত লাহু মাযলামাতুন ইন্দার রাজুলি' অনুচ্ছেদ, হা/২২৬৯।

২. সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ১০।

দেহটাই অনিদ্রা এবং জ্বরে তার শরীক হয়ে যায়। (ঈমানদার সমাজের অবস্থাও তদ্রূপ)।"[১]

অন্যত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَنَاجَشُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيْرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ.

"তোমরা পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ ও অকল্যাণ কামনা করো না, পরস্পর ঘৃণা ও শত্রুতা পোষণ করো না এবং দোষ-ত্রুটিও তালাশ করে বেড়িও না। আর অন্যের বেচা-কেনার মধ্যে শরীক হয়ো না (কেনার উদ্দেশ্য ছাড়াই দাম বৃদ্ধি করো না অর্থাৎ দালালী করো না); বরং আল্লাহর বান্দা হিসাবে সবাই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাও। একজন মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। অতএব ঐ ভাইয়ের প্রতি কোন ধরনের যুলুম-অত্যাচার করবে না, সাহায্য-সহযোগিতাও বর্জন করবে না এবং তুচ্ছও মনে করবে না। অতঃপর স্বীয় বুকের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনবার বলেন, তাকওয়া এখানে। কোন ব্যক্তির খারাপ হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট হবে যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ মনে করবে। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অপর মুসলিমের রক্ত, সম্পদ, মান-সম্মান এবং ইজ্জত হরণ করা হারাম।"[২]

অতএব সমাজে শান্তি-শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে হলে এ ধরনের কু-অভ্যাস অবশ্যই বর্জন করতে হবে।

---

১. সহীহ্ আল-বুখারী, 'আল-আদাব' অধ্যায়, 'রাহমাতুন্নাসি ওয়াল বাহায়িমি' অনুচ্ছেদ; সহীহ্ মুসলিম, 'আল-বিরর ওয়াসসিলাহ্ ওয়াল আদাব' অধ্যায়, 'তারাহুমিল মুমিনীন ওয়া তা'আতুফিহিম' অনুচ্ছেদ ।

২. সহীহ্ মুসলিম, 'আল-বিরর ওয়াসসিলাহ্ ওয়াল আদাব' অধ্যায়, 'তাহরীমু যুলমিল মুসলিমি' অনুচ্ছেদ হা/৬৪৫০।

(৭) সৎসাহস হারায় ও আমৃর বিল মা'রুফের দরজা বন্ধ হয় :

গীবতকারী সব সময় ভীত ও কলুষিত নিয়তের অধিকারী হয়ে থাকে। সে কখনই স্বচ্ছ নিয়তে সৎ সাহসী হয়ে সুন্দর ভাষা ও উত্তম আদর্শ নিয়ে কোন মানুষের ত্রুটির কথা সরাসরি সামনে বলার সৎ সাহস রাখে না। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُوْنَ [آل عمران: ١١٠]

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আর্বিভাব হয়েছে; তোমরা সৎকার্যের নির্দেশ দান কর, অসৎকার্যে নিষেধ কর এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর।"[১]

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন,

وَلْتَكُنْ مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ [آل عمران: ١٠٤].

"তোমাদের মধ্যে এমন একদল হোক যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দিবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে; এরাই তো সফলকাম।"[২]

যদি সাহসী হয়ে দোষী ব্যক্তির সামনে এসে সৎ উদ্দেশ্যে ও তাকে সংশোধনের আশায় দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করা হত, তাহলে হয়তো সে নিজের গোনাহ্ ও ত্রুটির কথা অনুভব করতে পারত এবং সংশোধন হওয়ারও আশা করা যেত। সেই সাথে ঐ সাহসী ব্যক্তির 'আমর বিল মা'রুফ ও নাহী আনিল মুনকার' অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ

---

১. সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১১০।
২. সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১০৪।

কাজের নিষেধের গুরু দায়িত্ব পালিত হত। ফলে সে আল্লাহ্‌র নিকট প্রশংসিত হত এবং উত্তম প্রতিদানও লাভ করত। তা না করে ঐ কথাগুলি তার আড়ালে আলোচনা করলে আল্লাহ্‌র নিকট গোনাহ্‌গার হবে এবং এ অপরাধটি নিজের ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করার শামিল হবে। আবার কোনভাবে যদি ঐ ব্যক্তির নিকট খবর পৌছে যায় যে, অমুক ব্যক্তি এরূপ সমালোচনা করেছে এবং কোন সময় যদি মোকাবেলার সম্মুখীন হয় তাহলে সে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে এ বলে অস্বীকারও করতে পারে যে, আমি একথা বলিনি। ফলে চতুর্দিক থেকে গোনাহের হকদার হয়ে গেল। আল্লাহ্ আমাদেরকে হেফাযত করুন।

(৮) মুনাফিকী চরিত্র প্রকাশ পায় :

মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, মুখে ঈমানের দাবী করা আর অন্তরে এর বিপরীত উদ্দেশ্য গোপন রাখা। যারা এরূপ করে তাদের অন্তর ঈমানে সিক্ত হয় না। ফলে তারা অন্যের গীবত ও দোষ চর্চায় লিপ্ত হয়। রাসূল ﷺ বলেন,

يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ الإِيْمَانُ قَلْبَهُ لاَ تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِيْنَ وَلاَ تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعُ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعْ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِيْ بَيْتِهِ.

"হে ঐ সকল লোক, যারা মুখে ঈমান এনেছ অথচ তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি! তোমরা মুসলিমদের গীবতে লিপ্ত হয়ো না এবং অযথা দোষ-ত্রুটি তালাশ করে বেড়িও না। কেননা যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি তালাশ করে, মহান আল্লাহ্‌ও তার দোষ তালাশ করেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা যার ত্রুটি তালাশ করেন তাকে তার নিজ ঘরেও লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন।"[১]

অপর হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন,

---

১. আবু দাউদ, 'আল-আদাব' অধ্যায়, 'গীবত' অনুচ্ছেদ, হা/৪২৩৬; মুসনাদ আহমাদ ও তিরমিযী।

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ.

“প্রকৃত মুসলিম হচ্ছে সেই যার হাত ও মুখের অত্যাচার থেকে অপর মুসলিম নিরাপদে থাকে। আর প্রকৃত মুহাজির হচ্ছে সেই যে আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয় সমূহ বর্জন করে চলে।”[১]

(৯) ঈমানে অপূর্ণতা আসে :

কোন গীবতকারীর ঘৃণিত বিষয় তার অগোচরে আলোচনা করা হোক তা কি সে পছন্দ করবে? তা কখনই পছন্দ করবে না। তবে সে অন্যের বিষয় অগোচরে আলোচনা করা কিভাবে এত পছন্দ করে? নিজের জন্য যা পছন্দ করে না তা অন্যের জন্য কেন পছন্দ করছে? অথচ হাদীসে বলা হচ্ছে,

لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

“নিজের নফসের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্য ভাইয়ের জন্যও পছন্দ না করা পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে কেউ পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না।”[২]

(১০) গীবতকারীর দুর্গন্ধ দুনিয়াব্যাপী ছড়িয়ে যায় :

গীবতকারী আল্লাহর নিকট এতই ঘৃণিত যে, এই অপরাধের কারণে তার দুর্গন্ধে দুনিয়ার বায়ু কলুষিত হয়ে যায়, যা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْتَفَعَتْ رِيْحُ جِيفَةٍ مُنْتِنَةٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَدْرُوْنَ مَا هَذِهِ الرِّيْحُ هَذِهِ رِيْحُ الَّذِيْنَ يَغْتَابُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

---

১. সহীহ্ বুখারী, 'আল-ঈমান' অধ্যায়, 'আল-মুসলিমু মান সালিমাল মুসলিমূনা মিন লিসানিহি ওয়া ইয়াদিহী, অনুচ্ছেদ, হা/৯; সহীহ্ মুসলিম, 'আল-ঈমান' অধ্যায়, 'বায়ানু তাফাযুলিল ইসলাম' অনুচ্ছেদ, হা/৫৭।

২. সহীহ্ আল-বুখারী, 'আল-ঈমান' অধ্যায়, 'মিনাল ঈমানি আন ইউহিব্বা লিআখিহি' অনুচ্ছেদ, হা/১২; সহীহ্ মুসলিম, 'আল-ঈমান' অধ্যায়, 'আদ-দালীলু আলা আন্না মিন খিছালিল' অনুচ্ছেদ, হা/৬৪।

"জাবের বিন আবদুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একদা নবী করীম ﷺ-এর সাথে ছিলাম এমতাবস্থায় হঠাৎ করে মৃত লাশের দুর্গন্ধময় বাতাস প্রবাহিত হল। তখন রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা কি জানো এটা কিসের দুর্গন্ধময় বাতাস? যারা মুমিনদের গীবতে লিপ্ত হয় এটা তাদের দুর্গন্ধময় বাতাস।"[১]

(১১) মৃত জানোয়ারের গোশ্ত ভক্ষণ :

বিবেকবান সচেতন ও জ্ঞান বিকৃত হয়নি এমন কোন মানুষ কখনই মৃত জানোয়ারের গোশ্ত ভক্ষণ করতে রাজী হবে না একথা ঠিক তবে ঐ সমস্ত জ্ঞানী লোকেরাই প্রতিনিয়ত গীবতের মাধ্যমে মৃত প্রাণীর পচা গোশ্ত খেয়ে নিজ উদর পূর্তি করে চলেছে, যা শরী'আতের দলীল দ্বারা প্রমাণিত।

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ رَجُلٌ فَوَقَعَ فِيْهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تُخَلَّلْ فَقَالَ وَمِمَّا أَتَخَلَّلُ مَا أَكَلْتُ لَحْمًا قَالَ إِنَّكَ أَكَلْتَ لَحْمَ أَخِيْكَ.

আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা একদা রাসূল ﷺ-এর নিকট ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি সেখান থেকে উঠে চলে গেলে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে অপর এক ব্যক্তি কিছু সমালোচনায় লিপ্ত হয়। ফলে রাসূল ﷺ তাকে বলেন, তুমি তোমার দাঁত খেলাল কর। সে ব্যক্তি বলে, আমি তো গোশ্ত খাইনি, কেন দাঁত খেলাল করব? রাসূল ﷺ বলেন, তুমি তো এই মাত্র তোমার ভাইয়ের গোশ্ত ভক্ষণ করলে।"[২]

وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنَّهُ مَرَّ عَلى بَغَلٍ مَيِّتٍ فَقَالَ لِبَعْضِ

---

১. মুসনাদ আহমাদ, হা/১৪২৫৭; আল-আদাবুল মুফরাদ, হা/৭৫৪।
২. সহীহ্ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/২৮৩৭।

أَصْحَابِهِ لأَنْ يَّأْكُلَ الرَّجُلُ مِنْ هَذَا حَتَّى يَمْلأَ بَطْنَهُ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ أَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ.

আম্‌র ইবনুল আছ ﷺ হতে বর্ণিত আছে, তিনি একদা একটি মৃত খচ্চরের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে তাঁর সঙ্গী-সাথীদের বলেন, কোন মুসলিম ব্যক্তির গোশ্‌ত ভক্ষণ করার (গীবত করার) চেয়ে এই মৃত জানোয়ারের গোশ্‌ত খেয়ে মানুষের উদর পূর্তি করা অনেক উত্তম।"[১] সুবহানাল্লাহ্! কত মারাত্মক হুঁশিয়ারী।

(১২) গীবত ও নামীমাহ্‌কারী নিকৃষ্ট মানুষ :

গীবত ও নামীমাহ্‌তে লিপ্ত ব্যক্তিরা হচ্ছে আল্লাহর নিকৃষ্ট বান্দা। এরা মানুষের সৌহার্দ্যপূর্ণ ভ্রাতৃত্ববোধ নষ্ট করে শান্তিপূর্ণ সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে বেড়ায়। এই মর্মে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, রাসূল ﷺ বলেন,

خِيَارُ عِبَادِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ إِذَا رُءُوْا ذُكِرَ اللّٰهُ وَشِرَارُ عِبَادِ اللّٰهِ الْمَشَّاءُوْنَ بِالنَّمِيْمَةِ الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الأَحِبَّةِ الْبَاغُوْنَ الْبُرَآءَ الْعَنَتَ.

"আল্লাহর উত্তম বান্দাগণ হচ্ছেন এমন যে, তাদেরকে দেখা মাত্রই আল্লাহর কথা (আল্লাহকে) স্মরণ হয়। আর আল্লাহর নিকৃষ্ট বান্দারা হচ্ছে এমন যে, তারা শুধু চোগলখোরী করে এবং ভালবাসা ও বন্ধুত্বের বন্ধন ছিন্ন করে বেড়ায়। আর পূত-পবিত্র স্বচ্ছ মানুষদের কলংকিত ও লজ্জিত করার জন্য সর্বদা ব্যস্ত থাকে।"[২]

(১৩) মানবরূপী মিথ্যুক শয়তান থেকে সাবধানতা অবলম্বন :

নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য শয়তান মানুষের রূপ ধরে এসে খুব সুন্দরভাবে মিথ্যা কথা বর্ণনা করে। যেমন সহীহ্ মুসলিমের মুকাদ্দামাতে

১. সহীহ্ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, 'আল-আদাব' অধ্যায়, 'আত-তারগীবু ফিল হায়া' অনুচ্ছেদ, হা/২৮৩৮।

২. মুসনাদ আহমাদ, হা/১৭৩১২; সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/২৮২৪।

বর্ণিত হয়েছে যে, "নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের রূপ ধরে কোন সম্প্রদায়ের নিকট এসে মুখরোচক বানোয়াট ও মিথ্যা কথা বলে চলে যায়। ফলে তাদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হয়। অবশেষে তাদের মধ্যে কেউ বলে যে, জনৈক ব্যক্তি এসব কথা বলে গেল তার চেহারা চেনা কিন্তু নাম তো জানি না।"[১]

যে সমস্ত ক্ষেত্রে গীবত হারাম নয়

(১) অত্যাচারীর যুলুম প্রকাশ :

কোন মযলুম-নির্যাতিত ব্যক্তি যদি বিচার পাওয়ার আশায় সেই যালেমের অত্যাচারের কথা কোন বিচারক কিংবা ঐ পর্যায়ের লোকের সামনে আলোচনা করে, তবে তা গীবত হিসাবে গণ্য হবে না। কোনরূপ অতিরঞ্জিত ও মিথ্যারোপ না করে গীবতের উদ্দেশ্য ব্যতীত ঐ অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারবে, এমনকি তার উপর বদ দু'আও করতে পারবে। তবে তাকে মাফ করে দেয়া অধিক উত্তম। মহান আল্লাহ্ বলেন,

لاَ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ [النساء: ١٤٨].

"মন্দ কথার প্রকাশ ও প্রচার আল্লাহ্ পছন্দ করেন না; তবে যার প্রতি যুলুম করা হয়েছে সে ব্যতীত।"[২]

হাদীসে এসেছে,

عن أبي هريرة قال : قال رَجُلٌ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ لِيْ جَارًا يُؤْذِيْنِيْ، فَقَالَ : اِنْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَتَاعَكَ إِلَى الطَّرِيْقِ، فَانْطَلَقَ فَأَخْرَجَ مَتَاعَهُ، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَقَالُوْا : مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ : لِيْ جَارٌ يُؤْذِيْنِيْ، فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ

---

১. সহীহ্ মুসলিম, মুকাদ্দামাহ।
২. সূরা নিসা, আয়াত ১৪৮।

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : اِنْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَتَاعَكَ إِلَى الطَّرِيْقِ، فَجَعَلُوْا يَقُوْلُوْنَ : اَللّٰهُمَّ الْعَنْهُ، اَللّٰهُمَّ اَخْزِهِ . فَبَلَغَهُ، فَأَتَاهُ فَقَالَ : اِرْجِعْ إِلَى مَنْزِلِكَ، فَوَاللهِ لاَ اُوْذِيْكَ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-কে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার এক প্রতিবেশী আমাকে কষ্ট দেয়। রাসূল ﷺ বলেন, "তুমি ফিরে গিয়ে তোমার বাড়ির সামগ্রী রাস্তায় বের করে রাখ"। ফলে সে বাড়ি ফিরে গিয়ে সব সামগ্রী বের করে রাস্তায় রাখে। অতঃপর সব মানুষ জমা হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে যে, কি হয়েছে তোমার? তিনি বলেন, আমার প্রতিবেশী আমাকে কষ্ট দেয় একথা আমি রাসূল ﷺ-কে অবহিত করলে তিনি আমাকে বলেন, "ফিরে গিয়ে তোমার সামগ্রী রাস্তায় বের করে রাখ"। একথা শুনে সবাই বলতে শুরু করে যে, আল্লাহ্ তুমি তার উপর (ঐ পড়শীর) লা'নত কর, তাকে অপমানিত ও বেইজ্জত কর। অতঃপর এ সংবাদ ঐ পড়শীর নিকট পৌঁছলে সে তার নিকট এসে বলে, ভাই! তুমি তোমার বাড়িতে ফিরে যাও, আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাকে আর কখনো এরূপ কষ্ট দেব না।"[১]

(২) ফতওয়া জানতে চাওয়া :

কোন বিষয়ে ফতওয়া জানতে গিয়ে যদি কারো দোষ-ত্রুটি ও অবস্থান বর্ণনা করতে হয়, তবে তা গীবতের শামিল হবে না। কেননা সে বিষয়টি স্পষ্ট করে না বললে ফতওয়া দানকারী সঠিক ফতওয়া দিতে পারবেন না। যেমন হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ.

---

১. আল-আদাবুল মুফরাদ, 'প্রতিবেশীর অভিযোগ' অনুচ্ছেদ, হা/১২৪।

"হিন্দা বিনতে উতবা একদা রাসূল ﷺ-কে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমার স্বামী আবু সুফিয়ান খুবই কৃপণ মানুষ, সে আমার ও আমার সন্তানাদির পূর্ণ খরচ দেয় না ফলে আমি তার অজান্তে তার মাল নিয়ে আমাদের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকি। রাসূল ﷺ বললেন, তোমার ও তোমার সন্তানদের উত্তমভাবে চলার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই নিবে।"[১]

(৩) কোন ব্যক্তির পরিচয় দিতে :

কোন ব্যক্তির পরিচয় দেয়ার সময় যদি শুধু নাম বলে পরিচয় দেয়া সম্ভব না হয়, তাহলে তার শারীরিক কিংবা চারিত্রিক কোন দোষ-ক্রটি অথবা অবস্থা বর্ণনা করা বৈধ। যেমন- ল্যাংড়া-খোঁড়া, কানা-ট্যারা ইত্যাদি। তবে কিছু শর্তের ভিত্তিতে। যেমন- (১) শুধুমাত্র পরিচয় দেয়ার উদ্দেশ্যে হতে হবে, গীবতের উদ্দেশ্যে নয়। (২) যে বিষয়টি উল্লেখ করা হবে, তা সে যেন অপছন্দ না করে। (৩) তার পরিচয় দেয়ার জন্য এছাড়া বিকল্প কোন পথ পাওয়া না গেলে। কানা, ল্যাংড়া-খোঁড়া কিংবা ট্যারা ইত্যাদি ব্যবহার না করেই যদি পরিচয় দেয়া সম্ভব হয়, তাহলে তা উচ্চারণ করা বৈধ নয়। তুচ্ছ ও হীন করার উদ্দেশ্যে অনুরূপ বর্ণনা দেয়া নিষিদ্ধ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ [الحجرات: ١١] .

"তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামেও ডেকো না; ঈমানের পর মন্দ নাম অতি মন্দ।"[২]

(৪) মুসলিম সমাজকে সতর্ক করতে :

মুসলিম সমাজকে যাবতীয় ধর্মীয় ও বৈষয়িক বিষয়ে সতর্ক ও সাবধান করার উদ্দেশ্যে অন্যের কোন দোষ-ক্রটি বর্ণনা করা গীবতের মত

---

১. সহীহ্ বুখারী, 'আন-নাফাকাতু' অধ্যায়, 'ইযা লাম ইউনফিকির রাজুলু' অনুচ্ছেদ, হা/৪৯৪৫; সহীহ্ মুসলিম, 'আল-আকযিয়্যাহ' অধ্যায়, 'কাযিয়্যাতু হিন্দা' অনুচ্ছেদ, হা/৩২৩৩।
২. সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ১১।

দোষের শামিল হবে না। আর এরূপ হুঁশিয়ারী বিভিন্নভাবে হতে পারে, যেমন- (ক) ইসলামী শরী'আতের অন্যতম মূল উৎস হাদীসে রাসূলকে বিশুদ্ধ অবস্থায় সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে স্বার্থান্বেষী মিথ্যুক বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে সতর্ক করা জায়েয; বরং অবস্থা ভেদে ওয়াজিব। তবে এ ব্যাপারে যোগ্য হাদীস বিশারদ মুত্তাকী পরহেজগার আলেমগণের অধিকার রয়েছে, সাধারণ মানুষের নয়। বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদিও গীবত বলে মনে হয় কিন্তু ইসলামী আক্বীদা-বিশ্বাস ও শরী'আতকে স্বচ্ছ এবং নিষ্কলুষ রাখার উদ্দেশ্যে গীবত হারাম হবে না; বরং সৎ আমল হিসাবেই গণ্য হবে ইনশাআল্লাহ্। যেমন ইমাম মুসলিম বলেন,

إِنَّ الإِسْنَادَ مِنَ الدِّيْنِ وَأَنَّ الرِّوَايَةَ لاَ تَكُوْنُ إِلاَّ عَنِ الثِّقَاتِ وَأَنَّ جَرْحَ الرُّوَاةِ بِمَا هُوَ فِيْهِمْ جَائِزٌ بَلْ وَاجِبٌ وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْغِيْبَةِ الْمُحَرَّمَةِ بَلْ مِنَ الذَّبِّ عَنْ الشَّرِيْعَةِ الْمُكَرَّمَةِ. كما قال عَبْدُ اللهِ بْنَ الْمُبَارَكِ: الإِسْنَادُ مِنَ الدِّيْنِ وَلَوْلاَ الإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ. وَ قَالَ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ: إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِيْنٌ فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ.

"নিশ্চয়ই হাদীস বর্ণনাকারীর পরম্পরা (ইসনাদ) দ্বীনের অংশ। আর হাদীস বর্ণনা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী ব্যতীত গ্রহণযোগ্য হতে পারে না এবং বর্ণনাকারীর মধ্যে বিদ্যমান দোষ-ত্রুটির সমালোচনা করা জায়েয বরং ওয়াজিব। নিশ্চয়ই এটা হারামকৃত গীবতের শামিল নয়; বরং এটা ইসলামী শরী'আতকে পূত-পবিত্র ও স্বচ্ছ রাখার অন্যতম উপায়। যেমন আবদুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক বলেন, "ইসনাদ হচ্ছে দ্বীনের অংশ। অতএব এই ইসনাদ না থাকলে মানুষ যার যা ইচ্ছা তাই বলত"। অনুরূপভাবে মুহাম্মাদ বিন সীরীন বলেন, "এই সনদ বিদ্যা হচ্ছে দ্বীন, অতএব তোমরা ভেবে চিন্তে দেখ যে, তোমরা তোমাদের দ্বীন কার নিকট থেকে গ্রহণ করবে।"[১]

---

১. সহীহ মুসলিম, মুকাদ্দামাহ, 'নিশ্চয় ইসনাদ দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত' অনুচ্ছেদ।

অনুরূপভাবে কাউকে উত্তম নসীহত করা অথবা কেউ কারো সাথে বিবাহের বিষয়ে কিছু জানতে চাইলে উপযুক্ত পরামর্শ দেয়া এবং ফাসেক ও বিদঅ'আতী হতে সতর্ক করা। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন মু'আবিয়া ইবনু আবি সুফিয়ান ও আবু জাহাম ফাতেমা বিনতে কায়েসকে বিবাহের জন্য পায়গাম দেন, তখন তিনি তার বিবাহের ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর নিকট জানতে চাইলে রাসূল ﷺ তাকে উত্তম পরামর্শ দেন।

فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوْكٌ لاَ مَالَ لَهُ انْكِحِيْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ انْكِحِيْ أُسَامَةَ فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ.

"রাসূল ﷺ বলেন, আবু জাহাম কখনই নিজ কাঁধ থেকে লাঠি ফেলে না অর্থাৎ স্ত্রীকে মারধর করে আর মু'আবিয়া হচ্ছে নিঃস্ব ভবঘুরে তার কোন ধন-সম্পদ নেই। বরং তুমি উসামা বিন যায়েদকে বিবাহ করো। ফাতেমা বিনতে কায়েস বলেন, আমি তাকে অপছন্দ করলাম কিন্তু রাসূল ﷺ আবারও বললেন, তুমি উসামাকে বিবাহ করো। ফলে আমি তাকেই বিবাহ করলাম। বিবাহের পরে দেখলাম যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার মধ্যে বহু কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। ফলে আমি ঈর্ষাযোগ্য বহু কল্যাণ লাভ করে অনেক আনন্দিত হয়েছি।"[১]

অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল ﷺ বলেছেন,

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ قِيلَ مَا هُنَّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ فَسَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ.

১. সহীহ্ মুসলিম, 'তালাক' অধ্যায়, 'আল-মুতাল্লাকাতু ছালাছান লা নাফাকাতা লাহা' অনুচ্ছেদ, হা/২৭০৯।

"এক মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিমের ছয়টি হক বা অধিকার রয়েছে। বলা হলো যে, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! সেগুলি কি কি? তিনি বললেন, যখন তুমি তার সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন তাকে সালাম বলবে, যখন তোমাকে দাওয়াত করবে, তখন তুমি তার ডাকে সাড়া দেবে, যখন তোমার নিকট কোন নসীহত বা উপদেশ চাইবে তখন তাকে সদুপদেশ দেবে, যখন হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ্ বলবে, তখন তুমি ইয়ারহামুকাল্লাহ্ বলবে, পীড়িত হলে তাকে দেখতে যাবে এবং মারা গেলে তার জানাযায় শরীক হবে।"[১]

(৫) ফাসাদ সৃষ্টিকারী ফাসেক ব্যক্তির সমালোচনা

সমাজে যাদের ফাসেকী ও বিভ্রান্তিকর কর্মকাণ্ড স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে তাদের ঐসব প্রকাশিত বিষয় আলোচনা করা হারাম গীবতের শামিল হবে না। যেমন হাদীসে এসেছে,

عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ائْذَنُوا لَهُ بِئْسَ أَخُو الْعَشِيْرَةِ أَوْ ابْنُ الْعَشِيْرَةِ فَلَمَّا دَخَلَ أَلَانَ لَهُ الْكَلَامَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قُلْتَ الَّذِيْ قُلْتَ ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ الْكَلَامَ قَالَ أَيْ عَائِشَةُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ.

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, উইয়াইনাহ্ বিন হিস্‌ন নামক জনৈক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর সাক্ষাৎ করতে আসার অনুমতি চাইলে রাসূল ﷺ বলেন, "তাকে অনুমতি দাও, সেতো আসলে স্বগোত্রীয় নিকৃষ্ট ভাই অথবা ছেলে। অতঃপর সে যখন প্রবেশ করল তখন রাসূল ﷺ তার সাথে নম্রভাবে কথাবার্তা বললেন। আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ! আপনি তার

১. সহীহ্ মুসলিম, 'সালাম' অধ্যায়, 'মিন হাক্কিল মুসলিমি লিলমুসলিমে রাদ্দুস সালাম' অনুচ্ছেদ, হা/৪০২৩।

সম্পর্কে এমন মন্তব্য করলেন আবার তার সাথে বিনয়-নম্রতার সাথে আলাপও করলেন, তিনি বললেন, হে আয়েশা! নিশ্চয় নিকৃষ্ট মানুষ সে-ই যাকে মানুষ বর্জন করে চলে অথবা তার ফাহেশী অশ্লীলতা থেকে বাঁচার জন্য দূরে থাকে।"[১]

(৬) গর্হিত কাজ দূর করতে সহযোগিতা চাওয়া :

কোন ব্যক্তির মধ্যে যদি ইসলামে নিষিদ্ধ গর্হিত কাজ পরিলক্ষিত হয়, তাহলে তার ঐ গর্হিত বিষয়টি দূর করার জন্য কোন বিচারক কিংবা যে তা দূর করতে সক্ষম এমন ব্যক্তির সাহায্যের প্রয়োজন হলে তার নিকট ঐ দোষের কথা উল্লেখ করা বৈধ। তবে কোন ভাবেই গীবতের উদ্দেশ্য থাকতে পারবে না। যেমন পূর্বে উল্লেখিত হিন্দার ঘটনা সম্বলিত হাদীস।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ وَلَيْسَ يُعْطِيْنِيْ مَا يَكْفِيْنِي وَوَلَدِيْ إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِيْ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ.

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন, হিন্দা বিনতে উতবা একদা রাসূল ﷺ-কে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমার স্বামী আবু সুফিয়ান খুবই কৃপণ মানুষ, সে আমার ও আমার সন্তানাদির পূর্ণ খরচ দেয় না। ফলে আমি তার অজান্তে তার মাল নিয়ে আমাদের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকি। রাসূল ﷺ বলেন, তোমার ও তোমার সন্তানদের উত্তমভাবে চলার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই নিবে।"[২]

বিভিন্ন দলীল প্রমাণাদির আলোকে আলেমগণ উল্লেখিত ছয়টি ক্ষেত্রে গীবত হারামের শামিল হবে না বলে বর্ণনা করেন।[৩]

---

১. সহীহ্ বুখারী, 'আদব' অধ্যায়, 'ফাসাদ ও সংশয় সৃষ্টিকারীর গীবত করা বৈধ' অনুচ্ছেদ, হা/৫৫৯৪।
২. সহীহ্ বুখারী, 'আনফাকাত' অধ্যায়, 'ইযা লাম ইউনফিকির রাজুলু' অনুচ্ছেদ, হা/৪৯৪৫; সহীহ্ মুসলিম, 'আল-আকযিয়্যাহ' অধ্যায়, 'কাযিয়্যাতু হিন্দা' অনুচ্ছেদ, হা/৩২৩৩।
৩. ফাতহুল বারী, ১৭/২১২, 'আল-আদাব' অধ্যায়, 'মা ইয়াজুযু মিন যিকরিন্ নাস' অনুচ্ছেদ; ইমাম নববী, আল-আযকার, পৃ. ৫৪০; রিয়াযুছ ছালেহীন, বাবু মা ইউবাহু মিনাল গীবাহ্।

এক নজরে পরিত্রাণের উপায় সমূহ

গীবত ও নামীমাহ্ নিঃসন্দেহে মহা পাপের অন্তর্ভুক্ত। আর এই মহা পাপ থেকে বাঁচতে হলে এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। সেই সাথে তা থেকে বাঁচার জন্য মনের মধ্যে অনুভূতিও সৃষ্টি করতে হবে এবং সেই অনুভূতি অনুযায়ী আমল করতে হবে।

(১) তাকওয়া : সর্বাবস্থায় মনের মধ্যে তাকওয়া তথা আল্লাহ্ভীতি শক্তিশালী করতে হবে। কেননা একমাত্র এ তাকওয়াই মানুষকে সর্ব প্রকার নাফরমানী ও গোনাহের কাজ থেকে রক্ষা করতে পারে। মানুষ যখনই কোন পাপ কিংবা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করতে যায়, তখনই যদি অন্তরে আল্লাহ্ভীতির প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে তাহলেই সে ঐ পাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। যেমন জনৈক ব্যক্তি তার চাচাতো বোনের সাথে যেনার সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্নের পর নীচে থেকে যখন ঐ মহিলা বলল, ভাই! তুমি আল্লাহকে ভয় কর, আমার সতীত্বের বন্ধন ছিন্ন করো না। তখন তিনি কেবলমাত্র আল্লাহর ভয়েই ঐ জঘন্য অপকর্ম থেকে বিরত হয়েছিলেন; শুধুমাত্র আল্লাহর ভয় ছাড়া আর কোন ভয় তার সামনে ছিল না।[১]

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُم مُّسْلِمُوْنَ [آل عمران: ١٠٢] .

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে যথাযথভাবে ভয় কর এবং পূর্ণ মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।"[২]

রাসূলে করীম ﷺ বলেন,

১. সহীহ্ মুসলিম, 'আয-যিক্‌র ওয়াদ দু'আ' অধ্যায়, 'কিস্‌সাতু আসহাবিল গার আছ ছালাছাহ' অনুচ্ছেদ, হা/৪৯২৬।

২. সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১০২।

اتَّقِ اللّٰهِ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ.

"তুমি যেখানেই থাকো না কেন আল্লাহ্‌কে ভয় করবে আর গোনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে গেলে সাথে সাথেই নেকির কাজ করবে যেন ঐ গোনাহ্ মোচন হয়ে যায়। আর মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করবে।"[১]

(২) ভাষা নিয়ন্ত্রণ : মুখে যা আসবে তা-ই বললে চলবে না বরং প্রত্যেকটি কথা হিসাব করে যথাস্থানে ব্যবহার করতে হবে। একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, মানুষের প্রতিটি কথাই রেকর্ড হয়ে থাকছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ [ق: ١٨] .

"সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই লিপিবদ্ধ করার জন্যে তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে।"[২]

সাবধান থাকতে হবে যেন এই কথার কারণে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে না হয়। রাসূল ﷺ বলেন,

مَنْ يَضْمَنْ لِيْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ.

"যে ব্যক্তি আমার জন্য তার দুই চোয়ালের ও দুই পায়ের মধ্যস্থিত বিষয়ের (জিহ্বা ও যৌনাঙ্গের) যামিন হবে, আমি তার জন্য জান্নাতের যামিন হব।"[৩] সুতরাং ভাষা ও যৌনাঙ্গকে সর্ব প্রকার ব্যভিচার থেকে হেফাযত করতে হবে।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

---

১. তিরমিযী, 'আল-বিরর ওয়াসসিলাহ' অধ্যায়, 'মা জাআ ফি মুআশারাতিন নাস' অনুচ্ছেদ, হা/১৯১০।
২. সূরা কাফ ১৮।
৩. সহীহ্ আল-বুখারী, 'রাকায়েক' অধ্যায়, 'হিফযুল লিসান' অনুচ্ছেদ, হা/৫৯৯৩।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا النَّجَاةُ قَالَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ.

উকবাহ্ ইবনু আমের রাঃ বলেন, আমি রাসূল ﷺ-কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! কিভাবে নাজাত পাওয়া যাবে? তিনি বললেন, তুমি তোমার জিহ্বা তথা ভাষাকে নিয়ন্ত্রণ করবে, নিজ বাড়িকে যথেষ্ট মনে করবে (বাড়িতে বেশী বেশী অবস্থান করবে) এবং তোমার গোনাহের কারণে বেশী বেশী ক্রন্দন করবে।"[১]

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরও বলেন,

وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوْهِهِمْ إِلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ.

"মানুষের জিহ্বার কর্মফলই মানুষকে তার মুখের ভরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।"[২]

(৩) আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার ভয় :

প্রতিটি কথা ও কর্ম মহান আল্লাহর নিকট অতি নিপুণ ও সূক্ষ্মভাবে রেকর্ড হচ্ছে এবং এই রেকর্ডভুক্ত সকল আমল পরকালে মহান আল্লাহর দরবারে প্রকাশ করা হবে এবং এ ব্যাপারে জবাবদিহিও করা হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُوْلُوْنَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَلَا كَبِيْرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً [الكهف: ٤٩].

"আর আমলনামা সামনে রাখা হবে; অতঃপর এতে যা রয়েছে তার কারণে আপনি অপরাধীদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখবেন। তারা বলবে, হায়

---

১. তিরমিযী, 'আয্যুহ্দু আন রাসূলিল্লাহ অধ্যায়, 'মা জাআ ফী হিফযিল লিসান' অনুচ্ছেদ, হা/২৩৩০।
২. তিরমিযী, 'আল-ঈমান আন রাসূলিল্লাহ' অধ্যায়, 'মা জাআ ফি হুরমাতিস সালাত' অনুচ্ছেদ, হা/২৫৪১।

আফসোস! এ কেমন আমলনামা, এ যে ছোট-বড় কোন কিছুই বাদ দেয়নি, সবই এতে লিপিবদ্ধ রয়েছে! তারা তাদের সমস্ত কৃতকর্মকে সামনে উপস্থিত পাবে। আর আপনার পালনকর্তা কারও প্রতি যুলুম করবেন না।"[১]

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন,

إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ [الغاشية: ٢٥ – ٢٦].

"নিশ্চয়ই তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট। অতঃপর তাদের হিসাব-নিকাশ আমারই দায়িত্বে।"[২]

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَنْ لَن يُبْعَثُوْا قُلْ بَلَى وَرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيْرٌ [التغابن: ٧]

"কাফেরগণ ধারণা করেছিল যে, তাদের কখনই পুনরুত্থান হবে না, আপনি বলুন, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম! তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে অতঃপর তোমাদের আমল সমূহ অবশ্যই অবহিত করানো হবে। আর এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ।"[৩]

(৪) আল্লাহর অসন্তোষ থেকে নিজেকে হেফাযত করা :

যে সমস্ত কথা ও কর্ম মানুষকে আল্লাহর অসন্তুষ্টির দিকে ধাবিত করে সে সমস্ত কথা ও কর্ম সার্বিকভাবে বর্জন করে চলার দৃঢ় সংকল্প করতে হবে। কেননা মানুষের দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আল্লাহর সন্তুষ্টির উপরই নির্ভর করে।

রাসূল ﷺ বলেন,

---

১. সূরা কাহাফ ৪৯।
২. সূরা গাশিয়াহ্ ২৫-২৬।
৩. সূরা তাগাবুন, আয়াত ৭।

مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللّٰهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللّٰهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللّٰهِ وَكَلَهُ اللّٰهُ إِلَى النَّاسِ.

"যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুষ্টিতেও আল্লাহর সন্তুষ্টি তালাশ করে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য সার্বিক বিষয়ে যথেষ্ট হয়ে যান। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষের সন্তুষ্টি তালাশ করে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মানুষের উপরই নির্ভরশীল করে দেন।"[১] একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, বান্দার প্রতি আল্লাহর অসন্তুষ্টি আসার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে গীবত।

(৫) আত্মসমালোচনা বা নিজের ত্রুটির প্রতি খেয়াল করা :

অন্যের ত্রুটি তালাশ করতে গিয়ে সময় নষ্ট না করে নিজের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করে তা সংশোধন করার কাজে মনোনিবেশ করাই সচেতন ও বুদ্ধিমানের কাজ। নিজের ত্রুটি চিহ্নিত করে তা থেকে পরিশুদ্ধ হতে পারলেই সামাজিক মান-মর্যাদা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ সম্ভব।

সাবধান! নিজেকে রোগাক্রান্ত করে অন্য সঙ্গীর আরোগ্য অন্বেষণ করবেন না এবং নিজের অন্তরকে কলুষিত করে বাহ্যিক সৌন্দর্য প্রকাশের চেষ্টাও করবেন না। যে নিজেকে ধোঁকা দেয় সে কখনও অপরের জন্য হিতাকাঙ্খী হতে পারে না। কারণ যার মধ্যে নিজের নফসের জন্য কোন কল্যাণের চিন্তা নেই তার মধ্যে অপরের জন্যও কোন মঙ্গল থাকতে পারে না।

(৬) চরিত্র ধ্বংসের ভয় করা :

কোন ধরনের কথা ও আচরণ দ্বারা যেন কোন ক্রমেই উন্নত চরিত্র বিনষ্ট না হয়, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। আর গীবতের মত হারামে লিপ্ত হওয়া উন্নত চরিত্র নষ্টের অন্যতম কারণ।

---

১. তিরমিযী, 'আয-যুহ্দ' অধ্যায়, 'মা জাআ ফি হিফযিল লিসান' অনুচ্ছেদ, হা/২৪১৪, ২৩৩৮।

(৭) বিপদ মুহূর্তে মূল সম্বল হারানোর ভয় :

দুনিয়ার জীবনে উপার্জিত পরকালীন পাথেয় নেকির সম্বল কিয়ামতের ময়দানে কঠিন বিভীষিকাময় অবস্থায় যেন এই জঘন্য অপরাধের কারণে অন্যকে দিয়ে দিতে না হয়, সেই ভয় সর্বদা অন্তরে জাগ্রত রাখা। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَخِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ.

“কেউ যদি কোন ভাইয়ের মান-সম্মান অথবা অন্য কিছু নষ্টের মাধ্যমে যুলুম করে থাকে, তাহলে সে যেন তা ঐদিন আসার পূর্বেই নিষ্পত্তি করে নেয়, যেদিন তার কোন দীনার ও দিরহাম কিছুই থাকবে না। যদি তা দুনিয়ায় নিষ্পত্তি না করে তাহলে কিয়ামত দিবসে ঐ অত্যাচারের পরিমাণ অনুযায়ী তার সৎ আমল নিয়ে মাযলুমকে দেয়া হবে। আর যদি কোন সৎ আমল না থাকে, তাহলে ঐ অত্যাচারিত ব্যক্তির গোনাহ্ নিয়ে তার কাঁধে চাপিয়ে দেয়া হবে।”[১]

অনুরূপভাবে হাসান বাছরী (রাহেমাহুল্লাহ্) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, “জনৈক ব্যক্তি তাঁকে বলেন, অমুক ব্যক্তি আপনার গীবত করেছে, একথা শুনে তিনি এক ঝুড়ি আধা কাঁচা-পাকা খেজুর গীবতকারীর নিকট উপহার পাঠান এবং বলেন, আমি জানতে পারলাম যে, আপনি আমাকে অনেক নেকি উপহার দিয়েছেন। এর প্রতিদান স্বরূপ এ উপহারটুকু আপনার নিকট প্রেরণ করলাম। তবে ওযর পেশ করছি এই জন্য যে, আমি এর বিনিময় পরিপূর্ণভাবে দিতে সক্ষম হচ্ছি না।”[২]

---

১. সহীহ্ আল-বুখারী, ‘আল-মাযালেম ওয়াল গাস্ব’ অধ্যায়, ‘মান কানাত লাহু মাযলামাতুন ইন্দার রাজুলি’ অনুচ্ছেদ, হা/২২৬৯।
২. ইহইয়া উলূমিদ দ্বীন, ‘নামীমাহ্’ অনুচ্ছেদ।

(৮) অন্যের প্রতি যুলুম না করা :

অন্যের গীবতে লিপ্ত হওয়া নিঃসন্দেহে বড় ধরনের যুলুম। এই অত্যাচারের কারণে পরকালে অত্যাচারিত ব্যক্তির গোনাহের বোঝা নিজের কাঁধে আসবে এবং নিজের নেকি সমূহ তাকে দিয়ে দিতে হবে, যা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। অতএব মহা বিপদ মুহূর্তে নিজের নেকির সম্বল যেন এই গীবতের কারণে হারিয়ে না যায়, সেদিকে অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। রাসূল ﷺ বলেন,

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.

"প্রকৃত মুসলিম সেই যার হাত ও মুখের অত্যাচার থেকে অপর মুসলিমগণ নিরাপদে থাকে।"[১]

(৯) নিজে যেমন ভাল ব্যবহার পেতে চাই, অপরের সাথে অনুরূপ ভাল ব্যবহার করা :

বহু মানুষ এমন রয়েছে যারা শুধু একাই মানুষের নিকট থেকে উত্তম আচরণ ও সম্মান পেতে চায়। কিন্তু অন্যকে ভাল আচরণ ও সম্মান দেয়ার কথা মোটেই চিন্তা করে না। এটা বড় অন্যায়, নিজে সম্মান পেতে হলে অন্যকে সম্মান দিতে হবে, অপরের সাহায্য পাওয়ার আশা করলে অন্যকেও অবশ্যই সাহায্য করতে হবে। তবেই তো নিজের নফসের উপর ইনছাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। রাসূল ﷺ বলেন,

لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

"নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যের জন্যও পছন্দ না করা পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে কেউ পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না।"[২]

---

১. সহীহ্ আল-বুখারী, 'কিতাবুল ঈমান', 'বাবু আল-মুসলিমু মান সালিমাল মুসলিমূনা' হা/৯; সহীহ্ মুসলিম, 'কিতাবুল ঈমান', 'বাবু আল-মুসলিমু মান সালিমাল মুসলিমূনা' হা/৫৮।

২. সহীহ্ আল-বুখারী, 'আল-ঈমান' অধ্যায়, 'মিনাল ঈমানি আন ইউহিব্বা মা ইউহিব্বা' অনুচ্ছেদ, হা/১২; সহীহ্ মুসলিম, 'আল-ঈমান' অধ্যায়, 'আদ-দলীলু আলা আন্না মিন খেছালিল ঈমানি' অনুচ্ছেদ, হা/৬৪।

অতএব নিজের কোন বিষয় নিয়ে মানুষ গীবতে লিপ্ত হোক এটা যেমন অপছন্দ করবে, ঠিক তেমনিভাবে অন্যের গীবতে লিপ্ত হওয়াকেও ঘৃণা করবে।

(১০) সৎ সঙ্গী গ্রহণ :

ভাল-মন্দ পথে পরিচালিত হওয়ার ক্ষেত্রে সঙ্গীর প্রভাব যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। এজন্যই তো বলা হয় 'সৎ সঙ্গে স্বর্গ বাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ'। অতএব সঙ্গী যদি ভাল আচরণের হয় তাহলে সে গীবতের মত জঘন্য পাপ ও এর ভয়াবহ পরিণতি থেকে সঙ্গীকে অবশ্যই রক্ষা করার চেষ্টা করবে। এজন্যই রাসূল ﷺ বলেন,

مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيْرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيْرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيْحًا خَبِيْثَةً.

"সৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত হচ্ছে (মিস্‌ক) আতর বহনকারীর ন্যায় আর অসৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত হচ্ছে কামারশালার (হাফরের) ন্যায়। অতএব (মিস্‌ক) আতর বহনকারী হয়ত তোমাকে একটু আতর (লাগিয়ে) দিবে অথবা তুমি একটু খরিদ করে নেবে, তাও যদি না হয় তাহলে অন্ততঃ একটু সুগন্ধি লাভ করতে পারবে। আর কামারশালার অবস্থা হচ্ছে এমন যে, তাতে তোমার কাপড় পুড়ে যাবে অথবা তুমি ঐ আগুন ও কয়লার দুর্গন্ধ পাবে।"[১]

(১১) হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা বর্জন :

অন্যের ধন-সম্পদ ও মান-মর্যাদা দেখে হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা বর্জন করতে হবে। কেননা এর ফলে নেকি ও পুণ্য নষ্ট হয় এবং আল্লাহর

১. সহীহ্ আল-বুখারী, 'আল-বুয়ূঈ' অধ্যায়, 'ফিল আত্তার ও বায়ঈল মিস্‌ক' অনুচ্ছেদ, হা/১৯৫৯; সহীহ্ মুসলিম, 'আল-বিরর ওয়াসসিলাহ্ ওয়াল আদাব' অধ্যায়, 'ইস্তিহবাব মুজালাসাতিস সালিহীন' অনুচ্ছেদ, হা/৪৭৬২।

অসন্তুষ্টি নেমে আসে। পক্ষান্তরে যার হিংসা করা হয় তার কোনই ক্ষতি হয় না। যা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। এই পরশ্রীকাতরতা মহিলাদের মধ্যে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

(১২) মরণের স্মরণ :

মৃত্যুর ভীষণ ব্যথাদায়ক যন্ত্রণা ও কবরের ভয়াবহ্ আযাবের প্রতি ঈমান রেখে তা থেকে বাঁচার জন্য প্রাণপন চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। কেননা গীবতের কারণেও মৃত্যুর শাস্তি কঠিন হবে।

(১৩) পরকালের পাথেয় সংগ্রহ :

বিভীষিকাময় কিয়ামত দিবসে আসল সম্বল হবে নিজের সৎ আমল। অতএব এই সম্বল যেন কোন খারাপ আমলের দ্বারা নষ্ট হয়ে না যায় সেদিকে সজাগ থাকতে হবে। আর সৎ আমল নষ্ট করার অন্যতম উপায় হচ্ছে গীবত।

(১৪) সালাফে সালেহীনের বাণী ও আমল থেকে শিক্ষা গ্রহণ :

এ মর্মে বহু দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রয়েছে, তন্মধ্যে মাত্র দু'একটি উল্লেখ করা হল- যেমন- উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ বলেন, "তোমরা মানুষের সমালোচনা করা হতে সাবধান থাকবে। কেননা এটা হচ্ছে বড় মারাত্মক ব্যাধি। আর বেশী বেশী আল্লাহর যিকির করবে। কেননা এটা হচ্ছে রোগ নিরাময়ক মহৌষধ।"[১]

আলী ইবনুল হুসাইন ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে গীবতে লিপ্ত দেখে বলেন, "গীবতের বিষয়ে তুমি সাবধান থাকবে। কেননা এই গীবত হচ্ছে মানবরূপী কুকুরের তরকারী (খাদ্য)।"[২]

আবু আছেম বলেন, "গীবতের ভয়াবহ্ পরিণতির কথা আমি যখন জানতে পেরেছি তখন থেকে আর কখনই কারো গীবতে লিপ্ত হইনি"।[১]

---

১. তাফসীর কুরতুবী, ১৬/২৮৭।
২. প্রাগুক্ত, ১৬/২৮৮।

অনুরূপভাবে মায়মুন ইবনে সিয়াহ্-এর অবস্থা দেখুন, "মায়মুন ইবনে সিয়াহ্ কারো গীবত করতেন না এবং তার সামনে অন্য কারো গীবত করারও সুযোগ কাউকে দিতেন না। তিনি গীবতকারীকে কঠিনভাবে প্রতিহত করতেন এবং বাধা না শুনলে উক্ত মজলিস ছেড়ে উঠে যেতেন।"[২]

জনৈক ব্যক্তি হাসান বাছরী (রাহেমাহুল্লাহ্)-কে বলেন, "আপনি আমার গীবত করেছেন, জবাবে তিনি বলেন, আপনার মর্যাদা আমার নিকট ঐভাবে পৌঁছেনি যে, আমি আমার নেকিতে আপনাকে অংশীদার করব?"[৩] অর্থাৎ গীবত করলে নিজের পুণ্য দিয়ে তা পরিশোধ করতে হবে অতএব নিজের নেকি অন্য কাউকে দিতে চাই না।

ইবনুল মুবারক (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন, "আমি যদি কারো গীবতে লিপ্ত হতাম তাহলে আমার পিতা-মাতারই গীবত করতাম। কেননা তারা দু'জনই আমার নেকি পাওয়ার অধিক হকদার ।"[৪]

(১৫) খালেছ অন্তরে তাওবা করা :

গীবতের মত মহা পাপে লিপ্ত হয়ে পড়লে তা থেকে মুক্তি পেতে অবশ্যই তাওবা করতে হবে। কৃত অন্যায়ের জন্য যেমন তাওবা করতে হয়। তেমনিভাবে ভাল আমল বেশী বেশী করতে না পারার কারণেও তাওবা করা দরকার। আর শুধু মুখে তাওবা-আস্তাগফিরুল্লাহ্ বললেই পরিপূর্ণ তাওবা হবে না; বরং কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বর্ণিত শর্তাবলী পালনের মাধ্যমে তাওবা হতে হবে।

---

১. তাফসীর কুরতুবী, ১৬/২৮৭।
২. তদেব।
৩. ইমাম নববী, আল-আযকার।
৪. তদেব।

তাওবার শর্তাবলী

তাওবার জন্য উলামায়ে কেরাম কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শর্তারোপ করেছেন। সেই শর্তাবলী পালন করা ব্যতীত মহান আল্লাহর নিকট তাওবা গৃহীত হওয়ার আশা করা যায় না। উল্লেখযোগ্য শর্তসমূহ নিম্নে বর্ণিত হল :

১. গোনাহের কাজ বর্জন করা :

আল্লাহর সর্ব প্রকার নাফরমানী বর্জন করা। যে গোনাহের কাজে লিপ্ত হয়েছে তা থেকে নিজকে পুরোপুরিভাবে বিরত থাকা।

২. অতীত অপরাধের কারণে আত্মানুশোচনা করা :

এই অনুশোচনা ব্যতীত কোন ব্যক্তির তাওবা সঠিক রূপ লাভ করতে পারে না। যে ব্যক্তি তাওবা করে অথচ কৃত অন্যায়ের প্রতি অনুতপ্ত হয় না, তাতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, সে ঐ খারাপ ও গর্হিত কর্মের প্রতি সন্তুষ্ট রয়েছে। কেননা হাদীসে এই অনুশোচনা ও অনুতপ্ত হওয়াকেই তাওবা বলা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "কৃতকর্মের প্রতি প্রকৃত অনুশোচনাই হচ্ছে তাওবা"।[১]

উলামায়ে কেরাম বলেন, এই অনুতাপ ও অনুশোচনার লক্ষণ হচ্ছে, সর্বদা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা ও সেই অপরাধের কথা অন্যের নিকট প্রকাশ না করা।

৩. অতীত পাপকার্য পুনরায় না করার দৃঢ় সংকল্প করা :

জীবনে যত বাধাই আসুক, যত যুলম-নির্যাতন হোক না কেন কোনক্রমেই অতীত পাপ কর্ম পুনরায় না করার দৃঢ় সংকল্প করা। তবে মুমিনের চরম শত্রু অভিশপ্ত শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়ে যদি দ্বিতীয় বার সেই পাপে লিপ্ত

---

১. ইবনু মাজাহ, হা/৪২৫২। হাদীছটি শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী ছহীহ বলেছেন। দ্র. ছহীহ আল-জামিউছ ছগীর, হা/৬৬৭৮।

হয়েই যায়, তাহলে পরম করুণাময় মহান আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হয়ে পুনরায় দৃঢ় সংকল্পের সাথে তাওবা করতে হবে। আশা করা যায় যে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করতে পারেন। হাদীসে কুদসীতে রাসূল ﷺ বলেন, 'আল্লাহ বলেন, আমার কোন বান্দা গোনাহ করার পর যখন বলে, হে আল্লাহ! তুমি আমার গোনাহ মাফ কর। তখন মহান আল্লাহ পাক বলেন, আমার বান্দা গোনাহ করে কিন্তু এ বিশ্বাস রাখে যে, তার রব্ব (প্রতিপালক) আছেন, তিনি এই গোনাহ মাফ করেন আবার চাইলে এই গোনাহের কারণে পাকড়াও করেন। এভাবে সে পাপ করতে থাকে এবং তাওবাও করতে থাকে। তৃতীয় কিংবা চতুর্থবারে আল্লাহ বলেন, 'তোমার যা খুশী করতে থাক, আমি তোমাকে মাফ করে দিয়েছি'।[১]

অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি পাপের কারণে অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করতে থাকবে, আমি ততক্ষণ মাফ করতে থাকব। এ হচ্ছে মহান আল্লাহর বিশেষ রহমতের কথা।

অতি সতর্কতার সাথে বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, কোনক্রমেই যেন একই পাপ কার্য বার বার সংঘটিত না হয় এবং মনে এ আশাও যেন না থাকে যে, গোনাহ্ করতে থাকি পরে কোন এক সময় তাওবা করে নেব। কেননা পাপ করার পর তা থেকে তাওবা করার সুযোগ নাও মিলতে পারে।

পক্ষান্তরে যারা আল্লাহর আযাবের ভয়ে এবং অসংখ্য নেয়ামতের আশায় বার বার গোনাহে লিপ্ত না হয়, মহান আল্লাহ তাদের জন্য বিশেষ পুরস্কারের কথা ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ পাক বলেন,

وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوْا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلَى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ، أُوْلَـئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِيْنَ [آل عمران: ١٣٥ – ١٣٦]

১. সহীহ মুসলিম, 'কিতাবুত তাওবা', হা/২৭৫৮।

'তারা কখনও কখনও অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোন মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের উপর যুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং স্বীয় পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? (তিনি ব্যতীত ক্ষমা করার কেউ নেই) তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনে শুনে তা-ই করতে থাকে না। তাদেরই জন্য প্রতিদান হল তাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে নহরসমূহ, যেখানে তারা থাকবে অনন্ত কাল। যারা সৎ কাজ করে তাদের জন্য কতইনা চমৎকার প্রতিদান'[১] ।

উপরোক্ত শর্তসমূহ একান্তই আল্লাহ ও বান্দার সাথে সম্পৃক্ত। তবে হক্কুল ইবাদ (বান্দার অধিকার) নষ্টের কারণে তাওবার জন্য উক্ত শর্তসমূহের সাথে অন্য আরেকটি শর্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৪. অন্যায়ভাবে নষ্টকৃত সম্পদ ও সম্মান মালিকের নিকট ফিরিয়ে দেয়া :

উলামায়ে কেরাম বলেন, অন্যের সম্পদ জবর-দখল কিংবা চুরি করে থাকলে বা যে কোন উপায়ে আত্মসাৎ করলে তা সেই মালিককে প্রকাশ্যে হোক বা অপ্রকাশ্যে হোক ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। কোন ক্রমেই যদি প্রকৃত মালিককে খুঁজে বের করা সম্ভব না হয়, তাহলে সমপরিমাণ অর্থ-সম্পদ তার পক্ষ থেকে সাদাক্বাহ করে দিবে এবং তার জন্য বেশী বেশী দু'আ করবে।

অপরাধ যদি এমন বিষয় হয় যা বাস্তবে ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়, যেমন গীবত করা কিংবা পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অপপ্রচার করা ইত্যাদি। এমতাবস্থায় ফেৎনা সৃষ্টির ভয় না থাকলে সরাসরি তার নিকট বিষয়টি উল্লেখপূর্বক ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। কেননা এটা বান্দার হক্ব। সুতরাং বান্দা ক্ষমা না করলে আল্লাহও ক্ষমা করবেন না।'[২]

---

১. সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩৫-১৩৬।
২. বায়হাক্বী, মিশকাত, হা/৪৮৭৪।

তবে ফেৎনা সৃষ্টির ভয় থাকলে তাকে অবহিত না করেই সে ব্যক্তির অগোচরে তার জন্য অধিক পরিমাণে দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। যেসব স্থানে ঐ ব্যক্তির গীবত ও দোষচর্চা করা হয়েছে, সেসব স্থানে খালেছ অন্তরে সুনাম ও ভাল গুণাবলীর কথা আলোচনা করতে হবে, তাহলে আশা করা যায়, আল্লাহ তাকে মাফ করতে পারেন। তবে অতি উত্তম হল এ ধরনের জঘণ্য পাপে লিপ্ত না হওয়া।

অনুরূপভাবে বান্দার ধন-সম্পদ, মান-সম্মান ইত্যাদি অন্যায়ভাবে নষ্ট করলে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত উক্ত ব্যক্তি ক্ষমা না করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَخِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ أوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أنْ لا يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَلا دِرْهَمٌ ....،

'যদি কোন ব্যক্তি অন্যের ইযযত নষ্ট কিংবা অন্য কিছু হরণ করে থাকে, তাহলে সে যেন ঐ দিন আসার পূর্বেই তা নিষ্পত্তি করে নেয়, যে দিন তার কোন দীনার-দিরহাম কিছুই থাকবে না। অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন। কেননা সে দিন তার মাফ নেওয়ার কোনই উপায় থাকবে না'।[১] *

উল্লেখিত আলোচনার আলোকে আল্লাহ্ যেন আমাদেরকে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও জাতীয় চরিত্র সংশোধনের তাওফীক দান করেন এবং পরকালীন ভীষণ শাস্তি থেকে হেফাযত করেন- আমীন!

---

১. সহীহ্ আল-বুখারী, 'কিতাবুল মাযালেম', হা/২১৯৯।
* এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে লেখকের "কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তাওবা" নামক বইটি পড়ুন।

কতিপয় জরুরী দু'আ

দুশ্চিন্তা ও মুসীবতের দু'আ

لا إِلَهَ إِلا اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ لا إِلَهَ إِلا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ.

"আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই। তিনি সুমহান মহাসহিষ্ণু। আল্লাহ্ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই। তিনি আকাশ ও যমীনের পালনকর্তা এবং সুমহান আরশের অধিপতি।"[১]

কোন মানুষ যদি দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনায় পতিত হয় অতঃপর নিম্নলিখিত দু'আটি পাঠ করে, তবে আল্লাহ্ তার দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনাকে দূর করে তা আনন্দ ও খুশি দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন।

اللّٰهُمَّ إِنِّيْ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتِيْ بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِيْ كِتَابِكَ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيْعَ قَلْبِيْ وَنُوْرَ صَدْرِيْ وَجِلاءَ حُزْنِيْ وَذَهَابَ هَمِّيْ.

"হে আল্লাহ্! আমি আপনার বান্দা, আপনারই এক বান্দার সন্তান এবং এক বান্দীর ছেলে। আমার সর্বস্ব আপনার হাতে, আমার ব্যাপারে আপনার হুকুম কার্যকর, আমার প্রতি আপনার ফায়সালা ইনসাফপূর্ণ। আমি প্রার্থনা করছি, আপনার সেই সকল প্রতিটি নামের মাধ্যমে যা দ্বারা আপনি নিজের নাম রেখেছেন অথবা সৃষ্টিকুলের কাউকে আপনি তা জানিয়েছেন অথবা আপনার কিতাবে উহা নাযিল করেছেন অথবা আপনার

---

১. তিরমিযী।

অদৃশ্য জ্ঞানে উহা সঞ্চিত করে রেখেছেন। আমি প্রার্থনা করছি যে, কুরআনকে আমার অন্তরের প্রশান্তি ও বক্ষের জ্যোতি স্বরূপ করে দিন এবং আমার সকল দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা দূর হওয়া ও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা অপসারণ হওয়ার মাধ্যম বানিয়ে দিন।"[১]

ঋণ পরিশোধের দু'আ

اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

"হে আল্লাহ্! আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা থেকে, অপারগতা ও অলসতা থেকে, কৃপণতা ও কাপুরুষতা থেকে, ঋণের ভার ও মানুষের অত্যাচার থেকে।"[২]

ক্ষমা প্রার্থণার প্রধান দু'আ

اللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لا إله إلا أَنْتَ، خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، وأنا عِلَى عَهْدِكَ، وَوَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ، أعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ، فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إلاَّ أَنْتَ

"হে আল্লাহ্ তুমি আমার প্রভু প্রতিপালক, তুমি ছাড়া ইবাদতযোগ্য কোন ইলাহ্ নেই, তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো এবং আমি তোমার বান্দা। আমি সাধ্যানুযায়ী তোমার সাথে কৃত ওয়াদা-অঙ্গীকার রক্ষা করছি। আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় কামনা করছি। আমার প্রতি তোমার নেয়া'মত স্বীকার করছি এবং তোমার দরবারে আমার পাপকর্মেরও স্বীকারোক্তি দিচ্ছি। সুতরাং তুমি আমায় ক্ষমা কর। কেননা তুমি ছাড়া পাপরাশী কেহই ক্ষমা করতে পারে না।" এই দু'আটি কেউ সকালে পড়ে সন্ধ্যার পূর্বে ইন্তেকাল করলে এবং সন্ধ্যায় পড়ে সকাল

---

১. মুসনাদ আহমাদ।
২. আবু দাউদ, তিরমিযী, হা/৩৪২৪।

হওয়ার পূর্বে ইন্তেকাল করলে সে জান্নাতী হবে"।[১]

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اسْتَغِيْثُ فَاصْلِحْ لِيْ شَانِيْ كُلَّهُ وَلاَ تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ .

'হে চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী! তোমার রহমতের দ্বারা আমি ফরিয়াদ ও সাহায্য প্রার্থনা করছি। সুতরাং আমার সকল অবস্থা সংশোধন করে দাও এবং এক পলকের জন্য হলেও আমাকে আমার নিজের উপর ছেড়ে দিও না'।[২]

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا .

"হে আল্লাহ্! আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি অপারগতা ও অলসতা থেকে, কাপুরুষতা ও ভীরুতা এবং কৃপণতা ও অতি বার্ধক্যতা থেকে এবং কবরের আযাব থেকে। হে আল্লাহ্! আপনি আমার নফ্সকে তাকওয়া ও পবিত্রতা এবং স্বচ্ছতা দান করুন। কেননা কেবলমাত্র আপনি নফসের পবিত্রতা দানকারী এবং অভিভাবক ও পরিচালক। হে আল্লাহ্! যে ইল্ম কোন উপকারে আসে না সে ইল্ম থেকে আপনার নিকট পানাহ্ চাই এবং যে হৃদয় আপনার ভয়ে ভীত হয় না, যে আত্মা পরিতৃপ্ত হয় না এবং যে দু'আ কবূল করা হয় না, তা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি"।[৩]

---

১. সহীহ্ আল-বুখারী।
২. মুসনাদ আহমাদ, তিরমিযী, হা/৩৫২৪।
৩. সহীহ মুসলিম।

اللهمَّ إنِّيْ أسألُكَ العافِيةَ فِيْ الدُّنْيا والآخِرَةِ، اللهمَّ إنِّيْ أسألُكَ العَفْوَ والعافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ ودُنْيَايَ وَأهْلِيْ ومالِيْ اللهمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِيْ وآمِنْ رَوْعاتِيْ اللهمَّ احْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنَ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِيْ، وَعَنْ يَمِيْنِيْ، وعَنْ شِمَالِيْ، وَمِنْ فَوْقِيْ، وَأعُوذُ بِعَظَمَتِكَ انْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ

"হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের নিরাপত্তা কামনা করছি। হে আল্লাহ্! আমি প্রার্থনা করছি তোমার কাছে ক্ষমার এবং আমার দ্বীন, দুনিয়া, পরিবার-পরিজন এবং সম্পদের নিরাপত্তা। হে আল্লাহ! আমার গোপন বিষয় সমূহ (দোষ-ত্রুটি) ঢেকে রাখ এবং আমাকে ভয়-ভীতি থেকে নিরাপদ রাখ। হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে হেফাযত কর আমার সম্মুখ থেকে, পিছন থেকে, ডান দিক থেকে, বাম দিক থেকে এবং উপর দিক থেকে। আর তোমার মাহাত্ম্যের অসীলা দিয়ে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি নিম্ন দিক থেকে মাটি ধসে আমার আকস্মিক মৃত্যু থেকে।"[১]

اللهم فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ، عالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهادَةِ، ربَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ، اَشْهَدُ أنْ لاإله إلا أنْتَ، أعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ، وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، وأنْ اقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِيْ سُوْءًا، أوْ أجُرَّهُ إلَى مُسْلِمٍ.

"হে আল্লাহ্! তুমি আসমান-যমীনের সৃষ্টিকর্তা, তুমি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সবকিছুই জান। তুমি সকল বস্তুর প্রভু ও মালিক, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া প্রকৃত সত্য কোন মা'বূদ নেই। আমি আমার আত্মার অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং শয়তান ও তার শিরকের অনিষ্ট থেকে। আর আশ্রয় কামনা করছি নিজের উপর অন্যায় করা থেকে বা সে অন্যায় কোন মুসলিমের উপর চাপিয়ে দেয়া থেকে।"[২]

---

১. আবু দাউদ, হা/৫০৭৪; ইবনু মাজাহ, হা/৩৮৭১।
২. আবু দাউদ, তিরমিযী, হা/৩৫২৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭৬৩।

وأثارها السيئة في المجتمع وعلاجها
في ضوء الكتاب والسنة الصحيحة

محمد عبد الحي بن شمس الحق

المراجعة
الشيخ أبو رشاد أجمل حسين بن عبد النور
الشيخ محمد مكمل حق الفيضي